সুন্দরবনে আইন প্রয়োগ ও বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণের জন্য স্মার্ট টহল পরিচালনা পদ্ধতি

সেপ্টেম্বর ২০২৪



বন অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ

সুন্দরবনে আইন প্রয়োগ ও বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণের জন্য স্মার্ট টহল পরিচালনা পদ্ধতি

সেপ্টেম্বর ২০২৪

বন অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ

সূচিপত্র

১.	স্মার্ট টহলের উদ্দেশ্য	১
২.	স্মার্ট টহল সমন্বয় কমিটি	২
৩.	স্মার্ট টহল দলের আচরণ বিষয়ক নির্দেশনা	৩
৪.	স্মার্ট টহল পরিকল্পনা	৫
৫.	স্মার্ট টহল পদ্ধতি	৯
৬.	স্মার্ট ডাটা সংগ্রহ	১৭
৭.	স্মার্ট টহল ডাটা ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেদন তৈরি	১৯
৮.	বাঘের নিরাপত্তা জোরদারকরণ	২৩
৯.	প্রশিক্ষণ ও পরামর্শদান	২৪
১০.	ফরেস্ট স্টেশন বা টহল ফাঁড়ির দায়িত্ব ও কর্তব্য	২৫
১১.	কৃতিত্ব পর্যবেক্ষণ ও পুরস্কার প্রদান	২৫
১২.	ক্ষতিপূরণ	২৫
১৩.	স্মার্ট ডাটা সংগ্রহ, প্রতিবেদন তৈরি ও ব্যবস্থাপনার ছক	২৬
১৪.	ক্যামেরা ট্র্যাপের মাধ্যমে বাঘ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর জন্য উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা (হটস্পট) পর্যবেক্ষণ	২৭
১৫.	বন অধিদপ্তর ও সিপিজির যৌথ টহল কার্যক্রম	২৯
১৬.	স্মার্ট কালেক্ট অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ডাটা সংগ্রহ	৩১

সুন্দরবনে আইন প্রয়োগ ও বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণের জন্য স্মার্ট টহল পরিচালনা পদ্ধতি

সুন্দরবনে আইন প্রয়োগ ও বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণের জন্য স্মার্ট টহল পরিচালনা পদ্ধতি (স্মার্ট এসওপি: SMART SOP) বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার সাথে সম্পূর্ণরূপে সংগতিপূর্ণ। বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে স্মার্ট টহল পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নে সবসময় এই স্মার্ট এসওপি মেনে চলতে হবে। সেই সাথে স্মার্ট টহলের সময় প্রয়োজনীয় ডাটা (উপাত্ত) সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা এবং টহল কার্যক্রমের হালনাগাদ প্রতিবেদন তৈরি, বন, বন্যপ্রাণী ও মৎস্যসম্পদ সংক্রান্ত অপরাধ এবং হুমকির সম্মুখীন গুরুত্বপূর্ণ বন্যপ্রাণীর পর্যবেক্ষণকৃত ডাটা সংগ্রহের ক্ষেত্রেও এই স্মার্ট এসওপি অনুসরণ করতে হবে। স্মার্ট এসওপি অনুসরণের বিস্তারিত নির্দেশিকা বাংলাদেশ সুন্দরবনে স্মার্ট টহলের হ্যান্ডবুক-এ পাওয়া যাবে। সকল স্মার্ট টহলে এই হ্যান্ডবুক সাথে রাখতে হবে এবং স্মার্ট এসওপি বাস্তবায়নের জন্য মূলসূত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

১. স্মার্ট টহলের উদ্দেশ্য

১.১ **বন অপরাধ দমন ও আইন প্রয়োগ:** সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুন্দরবনে বন অপরাধ দমন করে বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্যের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা।

১.২ **হুমকি পর্যবেক্ষণ:** সব ধরনের হুমকি, যেমন- মাছ ধরার ধ্বংসাত্মক সরঞ্জাম ও কৌশল (যেমন- বিষ দিয়ে মাছ ধরা), বন্যপ্রাণী শিকার ও শিকারের সরঞ্জাম, গাছচোর ও গাছ কাটার আলামত, গবাদিপশু চরানো, অবৈধ নৌ-চলাচল এবং দূষণের প্রবণতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ ও তথ্য প্রমাণসহ লিপিবদ্ধকরণ এবং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

১.৩ **বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ ও নিরাপত্তা জোরদারকরণ:** বন্যপ্রাণীর উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বা হটস্পটসমূহ শনাক্ত ও পর্যবেক্ষণ করা এবং তাদের উপস্থিতির তথ্য প্রমাণসহ লিপিবদ্ধকরণ, জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতান্ত্রিক প্রবণতা নির্ণয় এবং টহলের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা।

১.৪ **আইন ও বিধিমালা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি:** আইন এবং বিধিমালা মেনে চলার জন্য মৎস্যজীবী, ট্যুর অপারেটর, জলযান চালক ও ক্রুসহ সকল সম্পদ ব্যবহারকারীদেরকে সচেতন করা।

২. স্মার্ট টহল সমন্বয় কমিটি

২.১ সুন্দরবনের অভয়ারণ্যসমূহ এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলে সকল স্মার্ট টহল কার্যক্রম ও আইন প্রয়োগীকরণ অভিযান একটি স্মার্ট টহল সমন্বয় কমিটি (SMART Patrol Coordination Committee) দ্বারা পরিচালিত হবে। এতে সভাপতি হিসেবে থাকবেন বন সংরক্ষক, খুলনা অঞ্চল এবং সদস্য হিসেবে থাকবেন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগ, বাগেরহাট; সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ, খুলনা; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, খুলনা; ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিভাগ, খুলনা এবং সুন্দরবনের শরণখোলা, চাঁদপাই, খুলনা ও সাতক্ষীরা রেঞ্জে কর্মরত রেঞ্জ কর্মকর্তাগণ এবং স্মার্ট ডাটা কোঅর্ডিনেটর।

২.২ সমন্বয় কমিটি স্মার্ট টহলের কর্মপদ্ধতি, প্রতিবেদন তৈরি, বাজেট তৈরি ও পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে। এছাড়া প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহ, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, অভ্যন্তরীণ দাপ্তরিক সমন্বয় এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় করার কাজও করবে। কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বন সংরক্ষক জাতীয় স্মার্ট কারিগরি কমিটির নিকট প্রতিবেদন প্রদান করবেন। বন-সংরক্ষকের সম্মতিক্রমে স্মার্ট টহল সমন্বয় কমিটির সভা আহ্বান করা হবে।

২.৩ বন সংরক্ষক, খুলনা অঞ্চল দক্ষ অফিসার পাওয়া সাপেক্ষে তাঁর অঞ্চল অথবা বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, খুলনা থেকে একজন স্মার্ট ডাটা কোঅর্ডিনেটর এবং সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগ, বাগেরহাট ও সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ, খুলনা থেকে দুইজন স্মার্ট ডাটা ম্যানেজার নির্ধারণ করবেন।

২.৪ সুন্দরবন পূর্ব এবং পশ্চিম বন বিভাগের দপ্তরে একটি করে বিভাগীয় স্মার্ট এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থাপনা ইউনিট (SMART Enforcement Management Unit) থাকবে। এতে সভাপতি হিসেবে থাকবেন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সদস্য হিসেবে থাকবেন সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তাগণ, স্মার্ট ডাটা ম্যানেজার ও টহল দলনেতাগণ। প্রত্যেক স্মার্ট টহল সম্পাদন শেষে তিন কর্মদিবসের মধ্যে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উক্ত স্মার্ট টহলের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তী টহল দলকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন। এছাড়া বিভাগীয় বন কর্মকর্তা প্রত্যেক মাসে স্মার্ট এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সদস্য এবং স্মার্ট ডাটা কোঅর্ডিনেটরের সাথে সভা করবেন।

৩. স্মার্ট টহল দলের আচরণ বিষয়ক নির্দেশনা

স্মার্ট টহলে অংশগ্রহণকারী বন অধিদপ্তরের সকল কর্মচারী এবং অন্যান্য সংস্থার সদস্যগণকে এ নির্দেশনাসমূহ কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

৩.১ সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮; সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯; বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এবং সরকারি কর্মচারী নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা, ২০১৯ ইত্যাদি প্রচলিত সকল সরকারি আইন, বিধিমালা, পরিপত্র ও প্রজ্ঞাপন দ্বারা বারিত আচরণসমূহ অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করা হবে।

৩.২ এছাড়াও স্মার্ট টহল বাস্তবায়ন অভিযানের সাথে বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণকে নিম্নোক্ত আচরণবিধি মেনে চলতে হবে।

৩.২.১ অর্পিত দায়িত্ব পালনে সবাইকে সৎ এবং পরিশ্রমী হতে হবে। কর্মচারীগণ পরিকল্পিত কাজেই হোক বা অন্য কোনো কাজেই হোক না কেন, ডাকা হলে দ্রুত কাজে যোগ দিবেন।

৩.২.২ স্মার্ট টহলে থাকা অবস্থায় ইউনিফর্ম পরে থাকতে হবে। কর্তব্যরত থাকুক বা না-থাকুক, সকল অবস্থায় স্মার্ট টহল দলের সদস্যগণকে অবশ্যই ব্যক্তিত্বপূর্ণ এবং পরিষ্কার ও পরিপাটি থাকতে হবে।

৩.২.৩ বনজ সম্পদ আহরণ, গাছ বা অন্য বনজ সম্পদ কেনা-বেচা, বন্যপ্রাণী শিকার, বন্যপ্রাণী বা বন্যপ্রাণীর ট্রফি বা মাংস খাওয়া বা কেনা-বেচা, অথবা নিষিদ্ধ এলাকা ও নিষিদ্ধ সময়ে অবৈধভাবে মাছ ধরা, অবৈধ যন্ত্র ব্যবহার, অবৈধ কৌশল বা বিষপ্রয়োগ, অথবা বৈধ আকারের চেয়ে ছোট মাছ ও কাঁকড়া ধরাসহ যেকোনো প্রকার অবৈধ সুযোগ প্রদানের বিনিময়ে কেউ কোনো প্রকার অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না।

৩.২.৪ বন আইন, ১৯২৭; বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২; মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০; মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৮৫; সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০; বাংলাদেশ কাঁকড়া রপ্তানি নীতিমালা, ১৯৯৮; বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭; বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫; সুন্দরবনের বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যসমূহ ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অভ্যন্তরীণ সকল আইন ও স্ট্যান্ডিং অর্ডার সকলকে মানতে হবে। কেউ এর কোনোটি লঙ্ঘন করলে তাৎক্ষণিকভাবে টহল দলনেতা অথবা সহকারী দলনেতা তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবহিত করবেন।

৩.২.৫ সর্বসাধারণ ও সহকর্মীদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করতে হবে। সব ধরনের কাজে স্বচ্ছতা, সততা ও পক্ষপাতহীনতা বজায় রাখতে হবে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে অনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত থাকা এবং হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ড করা যাবে না। কখনই ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের অপব্যবহার করা যাবে না।

৩.২.৬ সরকারি সম্পত্তি নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত যেন না হয় সে ব্যাপারে যত্নশীল হতে হবে।

৩.২.৭ টহলের কার্যক্রম ও তথ্যের গোপনীয়তা কঠোরভাবে বজায় রাখবে এবং এগুলোকে ব্যক্তিগত সুবিধা বা লাভের জন্য ব্যবহার করবে না বা সরকারি কাজ সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা ব্যতীত বন অধিদপ্তরের বাইরের কারো কাছে প্রকাশ করবে না।

৩.২.৮ এমন কোনো আচরণ করবে না যাতে বন অধিদপ্তরের সুনাম ক্ষুণ্ন হয় বা হতে পারে।

৩.২.৯ সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুযায়ী স্মার্ট টহল সংক্রান্ত ছবি, তথ্য ও উপাত্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে না।

৩.২.১০ উপরোক্ত আচরণবিধির কোনো একটি লঙ্ঘন করা হলে সরকারের প্রচলিত আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে।



স্মার্ট টহল পরিকল্পনা ও ব্রিফিং

৪. স্মার্ট টহল পরিকল্পনা

৪.১ সাধারণ নির্দেশিকা

৪.১.১ প্রত্যেক স্মার্ট টহল দল প্রতি মাসে ৭-১৪ দিনের টহল সেশন এবং প্রতিদিন ৬-৮ ঘণ্টা করে টহল পরিচালনা করবে। কোনো ঘটনার তদন্ত বা মাঠ পর্যায়ে টহলের জন্য বেসক্যাম্প ছেড়ে যাবার দিন টহলের অন্তর্ভুক্ত হবে। স্মার্ট টহল পরিকল্পনা অনুমোদন ফরম, জিপিএস ট্র্যাকলগ ও ওয়েপয়েন্ট, স্মার্ট মোবাইল অ্যাপ (সাইবার ট্র্যাকারের আপগ্রেডেড ভার্শন) সম্বলিত স্মার্টফোন বা ট্যাবলেটের সাহায্যে সংগৃহীত টহল ডাটার মাধ্যমে সকল টহল সম্পাদন করতে হবে। তবে ফরম পূরণ বা প্রতিবেদন তৈরির দিন বা বেসক্যাম্পে প্রস্তুতি গ্রহণের দিনসমূহ টহলের অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে না। পূর্বনির্ধারিত অবৈধ মনুষ্য কর্মকাণ্ডের হটস্পট বা গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহকে টহলের টার্গেট করতে হবে। প্রয়োজনে এসব এলাকায় দীর্ঘ সময় ধরে টহল দিতে হবে। সংরক্ষিত এলাকার প্রবেশযোগ্য সব স্থানে নৌকা ও পায়ে হেঁটে টহল দিতে হবে। প্রত্যেক টহল সেশনে প্রবেশযোগ্য স্থানসমূহের অন্ততপক্ষে ৭৫% এলাকা টহল দিতে হবে। অবশিষ্ট এলাকায় পরবর্তী সেশনে টহল পরিচালনা করতে হবে, সেই সাথে পূর্ববর্তী টহল সেশনের টহলকৃত এলাকার ৫০% এলাকায় পুনরায় টহল পরিচালনা করতে হবে। প্রত্যেক ৭ দিনের সেশনে মোট টহল ঘণ্টার কমপক্ষে ২৫% টহল অথবা ২১ কি.মি. বনের ভেতরে পায়ে হেঁটে করতে হবে। যে সকল এলাকা টহল দল দ্বারা পূর্ববর্তী সময়ে কমপক্ষে তিনবার অবৈধ কার্যক্রমের হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে সে সকল এলাকায় নিয়মিতভাবে টহল দিতে হবে। এছাড়া মৎস্য আহরণ মৌসুমে দুবলার চরে বিশেষ স্মার্ট টহল টিম নিয়োগ করতে হবে।

৪.১.২ পূর্ববর্তী সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক টহলের ফলাফলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দিক-নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা পরবর্তী সাপ্তাহিক/ পাক্ষিক/মাসিক টহল পরিকল্পনা তৈরি করবেন এবং টহলের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য টহল পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা সমন্বয় করবেন। টহলের রুট গোয়েন্দা-তথ্য বা অবৈধ কার্যক্রমের চিহ্নিত হটস্পটের ভিত্তিতে বা এলোমেলোভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে বন্যপ্রাণী শিকারি, অবৈধ মাছ শিকারি, মাছ ধরায় বিষ প্রয়োগকারী, গাছচোর এবং অন্যান্য বন অপরাধীদের ধরার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

৪.১.৩ সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা কর্তৃক গঠিত স্মার্ট টহল দল রেঞ্জ অফিস বা বেস স্টেশন ত্যাগ করার পূর্বে সুন্দরবনে স্মার্ট টহলের হ্যান্ডবুক-এ উল্লিখিত স্মার্ট টহল পরিকল্পনা অনুমোদন ফরম পূরণ করবে এবং রেঞ্জ অফিসারের কাছ থেকে অনুমতি নিবে। রেঞ্জ কর্মকর্তা টহল শুরুর পূর্বে টহল দলকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা (ব্রিফিং) প্রদান করবেন।

৪.১.৪ বন সংরক্ষক, খুলনা অঞ্চলের নির্দেশনায় স্মার্ট টহল দল প্রতি তিন মাসে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগ হতে পশ্চিম বন বিভাগে এবং পশ্চিম বন বিভাগ হতে পূর্ব বন বিভাগে ন্যূনতম একটি স্মার্ট টহল পরিচালনা করবে। এছাড়া বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দিক-নির্দেশনায় স্মার্ট টহল দল প্রতি দুই মাসে এক রেঞ্জ থেকে অপর রেঞ্জে ন্যূনতম একটি স্মার্ট টহল পরিচালনা করবে।

৪.২ স্মার্ট সফটওয়ারের মাধ্যমে টহল পরিকল্পনা

স্মার্ট সফটওয়ারের প্লানিং মডিউল অথবা সুন্দরবনের মানচিত্র ও কাগজ-কলম ব্যবহার করে টহলের টার্গেট নির্ধারণ করতে হবে। টার্গেট সংখ্যাগত (দূরত্ব, সময়), স্থানিক বা প্রশাসনিক হতে পারে, যাতে স্মার্ট টহল সমন্বয় কমিটি বা স্মার্ট এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সদস্য বা স্মার্ট ডাটা ম্যানেজার বা ডাটা কোঅর্ডিনেটর দ্বারা শনাক্তকৃত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, টহল পরিচালনায় প্রয়োজনীয় মালামালের সরবরাহ এবং যে এলাকায় টহল প্রয়োজন তা উল্লেখ করতে হবে। টহলের জন্য টার্গেট নির্ধারণের সময়, বাঘ বা অন্যান্য সংকটাপন্ন বন্যপ্রাণীর জন্য উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে, যেমন- ছোট খালে নৌকা দিয়ে টহল এবং বনের ভেতর পায়ে হেঁটে টহল দেয়া যা চোরাশিকার এবং অবৈধ ক্যাম্প বা আস্তানা শনাক্তকরণের জন্য অপরিহার্য। এছাড়াও মৎস্য আহরণ মৌসুমে দুবলার চরে বিশেষ স্মার্ট টহল টিম নিয়োগ এবং শুষ্ক মৌসুমে অগ্নি ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় টহল বৃদ্ধি করতে হবে।

৪.৩ যন্ত্রপাতি ও সরবরাহ

প্রত্যেক টহল দলের সাথে সুন্দরবনে স্মার্ট টহলের হ্যান্ডবুক, রেঞ্জের মানচিত্র, জরুরি যোগাযোগ নম্বর, জিপিএস, স্মার্ট মোবাইল অ্যাপ সম্বলিত স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট, গো-প্রো ক্যামেরা, বাইনোকুলার, রেডিও, ভিএইচএফ রেডিও, ওয়াকিটকি, ফার্স্ট এইড কিট, খাদ্য এবং সুন্দরবনে স্মার্ট টহলের হ্যান্ডবুক-এ উল্লিখিত অন্যান্য সরঞ্জাম ও সরবরাহ থাকতে হবে।

৪.৪ স্মার্ট টহল দলের আকার ও গঠন

৪.৪.১ প্রতিটি স্মার্ট টহল দলে আট জন সদস্য থাকবেন: ১) টহল দলনেতা, ২) সহকারী দলনেতা (যোগাযোগ কর্মকর্তা), ৩) স্মার্ট ডাটা রেকর্ডার, ৪) বন্যপ্রাণী ও হুমকি পর্যবেক্ষণ কর্মকর্তা এবং ৫) চার জন অস্ত্রধারী নিরাপত্তা প্রহরী।

৪.৪.২ দলের সদস্যগণ পায়ে হেঁটে বনের ভেতরে বা নৌকায় করে ছোট খালে টহল দিবেন, তবে অস্ত্রধারী নিরাপত্তা প্রহরীদের মধ্য থেকে ২ জন সব সময় লঞ্চ-এ (মাদার বোট) অবস্থান করবেন। এছাড়া নৌযানের ধরন অনুযায়ী অতিরিক্ত জনবল থাকবে, যেমন- ক) লঞ্চের ক্ষেত্রে ১ জন মাস্টার, ১ জন ইঞ্জিন ড্রাইভার, ১ জন লস্কর, ২ জন লেবার ও ১ জন বাবুর্চি, খ) ট্রলার বা ফাইবার বোটের ক্ষেত্রে ১ জন চালক ও ১ জন লেবার, গ) স্পিড বোটের ক্ষেত্রে ১ জন চালক।

৪.৫ স্মার্ট টহল দলের সদস্য নির্বাচন

টহল দলের সকল সদস্যকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে (প্রশিক্ষণ ও মেন্টরিং সেকশন ৯ দ্রষ্টব্য) এবং টহলে থাকাকালে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে প্রযুক্তিগতভাবে (যেমন- স্মার্ট ডাটা সংগ্রহ ও জিপিএস বা স্মার্ট মোবাইল অ্যাপ সম্বলিত স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট ব্যবহার করা) দক্ষ এবং শারীরিকভাবে (যেমন- পায়ে হেঁটে টহল দেয়া, সাঁতার কাটা, অপরাধীকে তাড়া করা ও আটক করা) সক্ষম হতে হবে। স্মার্ট টহল সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে টহল দলের সকল সদস্য মনোনীত হবে। চাকুরি শেষ হতে কমপক্ষে পাঁচ বছর সময় আছে এমন কর্মচারীগণ স্মার্ট টহলে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। স্মার্ট টহল দলের সদস্যগণকে বছরের যেকোনো সময় এক স্মার্ট টহল দল থেকে আরেক স্মার্ট টহল দলে বদলি করা হতে পারে। স্মার্ট টহল দলের জন্য অতিরিক্ত জনবল নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৪.৬ নিরাপত্তা

৪.৬.১ টহলে থাকা অবস্থায় সার্বক্ষণিক লাইফ জ্যাকেট পরে থাকতে হবে। রাতের বেলা ডেকের উপর অবস্থানকালে এবং এক নৌকা থেকে অন্য নৌকায় ওঠার সময় দলের সবাইকে লাইফ জ্যাকেট পরতে হবে। টহল দলের কোনো সদস্য আহত বা অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করতে হবে।

৪.৬.২ রাতের বেলা নিরাপত্তার জন্য দলের সদস্যগণ পর্যায়ক্রমে সারারাত পাহারায় থাকবেন।

৪.৬.৩ স্মার্ট টহল পরিকল্পনা অনুসরণ করে সকল টহল সম্পাদন করতে হবে। যদি টহল দল কোনো জরুরি অবস্থা বা সরবরাহজনিত সমস্যার কারণে টহল পরিকল্পনা অনুসরণ করতে না পারে তাহলে গৃহীত যেকোনো পরিবর্তন বিষয়ে সাথে সাথে রেঞ্জ কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। টহল দল এমন স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করবে যেখান থেকে রেডিও বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়, তবে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তার নির্দেশ বা অনুমতি সাপেক্ষে অন্যত্র ক্যাম্প করা যেতে পারে।

৪.৬.৪ মেইন বোট বা লঞ্চে সার্বক্ষণিকভাবে ২ জন অস্ত্রধারী নিরাপত্তা প্রহরী থাকতে হবে এবং ট্রলার বা ফাইবার বোট বা স্পিড বোট বা পায়ে হেঁটে টহল দেয়ার সময় ২ জন অস্ত্রধারী নিরাপত্তা প্রহরী দলের সাথে থাকতে হবে।

৪.৬.৫ পায়ে হেঁটে টহল দেয়ার সময় দলের সবাইকে একসাথে থাকতে হবে। দলের সামনে ও পিছনে অবস্থানকারী সদস্যদ্বয় ফ্লেয়ার বহন করবেন। অস্ত্রধারী নিরাপত্তাকর্মীগণও দলের সামনে ও পিছনে থাকবেন। যদি কোনো বাঘ সামনে পড়ে তাহলে সকলে হাত উঁচু করে একসাথে অবস্থান করবেন যেন সবাইকে বড় দেখায়। সকলে উচ্চস্বরে চিৎকার করবেন এবং ফ্লেয়ার জ্বালাবেন। ধীরে ধীরে পিছনের দিকে সরে আসতে হবে কিন্তু বাঘের দিকে পিঠ ফেরানো যাবে না।

৪.৬.৬ অবৈধ ক্যাম্প বা আস্তানা দেখা গেলে, টহল দলনেতা প্রথমে পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য হুমকি নিরীক্ষণ করবেন। যদি আস্তানাটি সক্রিয় হয়, তাহলে টহল দলনেতা জিপিএস কোঅর্ডিনেটসহ তার অবস্থান রেকর্ড করবেন, রেঞ্জ কর্মকর্তা বা বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে জানাবেন এবং রিজার্ভ টিম, র‍্যাব, নেভি, কোস্টগার্ড বা বিজিবির কাছ থেকে সাহায্যের জন্য টহল দল নিয়ে অপেক্ষা করবেন এবং নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করবেন।

৪.৬.৭ টহলের সময় অবশ্যই জোয়ার-ভাটা বিবেচনায় রাখতে হবে। যেমন- ভাটার সময় নিচের দিকে টহল শুরু করা ও জোয়ারের সময় উপরের দিকে ফিরে আসা।

৪.৬.৮ টহলের সময় আবহাওয়ার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। আবহাওয়া সম্পর্কিত আপডেট জানতে স্থানীয় রেডিও ব্যবহার করা যেতে পারে। যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা ঝড়ের সময় টহল দল নিরাপদ স্থানে অবস্থান করবে।



বড় কাইট্টা/বাটাগুর কাছিম (River terrapin)

৫. স্মাট টহল পদ্ধতি

৫.১ অনুসন্ধান

৫.১.১ পর্যবেক্ষণ: টহল দলের সদস্যগণকে যেসব প্রত্যক্ষ চিহ্ন বা আলামত অনুসন্ধান করতে হবে তা হলো: বন্যপ্রাণী শিকার, অবৈধভাবে গাছ কর্তন বা বনজদ্রব্য আহরণ, অবৈধভাবে মাছ ধরা, অবৈধ ক্যাম্প বা আস্তানা, ছাউনি, অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ, ফাঁদ, অবৈধ নৌ-চলাচল ইত্যাদি এবং যেসব পরোক্ষ নিদর্শন খুঁজতে হবে তা হলো: ছোট খালে নৌকা চলার জন্য গাছের ভাঙা ডাল, মানুষের পায়ের চিহ্ন যা বনের ভেতরের দিকে গেছে বা মানুষ ও বন্যপ্রাণী চলাচলের পথ (স্থানীয়ভাবে 'ছিলা' নামে পরিচিত) এবং সুন্দরবনে স্মার্ট টহলের হ্যান্ডবুক-এ উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ বন্যপ্রাণীর চিহ্ন।

৫.১.২ প্রশস্ত নদীতে টহল: প্রশস্ত নদীতে টহলের ক্ষেত্রে টহল দলের বাইনোকুলারধারী সদস্য নৌকার সর্বোচ্চ ডেকের উপর অবস্থান করবেন এবং সার্বক্ষণিকভাবে বন, বন্যপ্রাণী ও মৎস্যসম্পদ সংক্রান্ত অপরাধ অনুসন্ধান করবেন। ছোট খাল অতিক্রম করার সময় পর্যবেক্ষকগণকে খাল সোজা ভেতরের দিকে নজর দিতে হবে যেখানে ছোট নৌকাসমূহ সচরাচর গাছের শাখা-প্রশাখার আড়ালে লুকানো থাকে। প্রশস্ত নদীতে টহলের সময় নৌকার গতি যেন প্রতি ঘণ্টায় ১২ কিলোমিটারের বেশি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৫.১.৩ ছোট খালে টহল: ছোট খালে স্পিড বোট/ছোট নৌকা (ডিঙ্গি বা ট্রলার) ব্যবহার করে টহল দিতে হবে। টহল দলের সদস্যগণ খালের ধারে মানুষের পায়ের ছাপ ও চলাচলের পথ (ছিলা) খুঁজবেন যা বনের ভেতরের দিকে গেছে এবং বাঘ বা অন্যান্য বন্যপ্রাণীর জন্য পাতা ফাঁদের অবস্থান, চোরাশিকারি বা অবৈধ ক্যাম্প বা আস্তানার দিকে নিয়ে যেতে পারে। এছাড়াও টহল দল কোনো নৌকা চোরাশিকার, বন্যপ্রাণী চোরাচালান, শিকারের সরঞ্জাম বহন করা (ফাঁদ, ফাঁস ইত্যাদি), বা চোরাশিকারিদের ক্যাম্প বা আস্তানায় রসদ সরবরাহ করা ইত্যাদি অবৈধ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত বলে সন্দেহ হলে তা তল্লাশি করবেন। চোরাশিকারিরা ইঞ্জিনের শব্দ টের পেয়ে পালিয়ে যেতে পারে, তাই ছোট খালে টহলের সময় ইঞ্জিনবিহীন ছোট নৌকা বা ডিঙ্গি ব্যবহার করতে হবে। ছোট খালে টহলের সময় নৌকার গতি অবশ্যই প্রতি ঘণ্টায় ৫ কিলোমিটারের নিচে রাখতে হবে।

৫.১.৪ পায়ে হেঁটে টহল: ছিলা, চর, ছোট খাল বা প্রশস্ত নদীর তীর ঘেঁষে বনের ধারে টহল করার সময় টহল দল মানুষের অবৈধ প্রবেশের আলামত অনুসন্ধান করবে (সেকশন ৫.১.৩ দ্রষ্টব্য)।

যেখানে এ ধরনের আলামত পাওয়া যাবে, সেখানে পায়ে হেঁটে টহলের উপযুক্ত হলে, বাঘ ও বাঘের শিকারের চিহ্ন এবং চোরাশিকারের আলামত সংগ্রহের জন্য পায়ে হেঁটে টহল পরিচালনা করতে হবে। পায়ে হেঁটে টহলের সময় এলাকাটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং কোনো চোরাশিকারির আস্তানা পেলে তা ধ্বংস এবং বন্যপ্রাণী ধরার ফাঁদ পেলে তা অপসারণ করতে হবে। সেই সাথে কোনো অপরাধী পেলে তাকে গ্রেফতার করতে হবে এবং অবৈধ মালামাল জব্দ করতে হবে। টহল দল (নৌকাচালক ব্যতীত) মানুষের চিহ্ন পেলে প্রাথমিকভাবে সেখানে পায়ে হেঁটে টহল দিতে হবে। কিন্তু এলাকাটি যদি অনেক বড় হয় বা চোরাশিকারির আলামত যদি একটি বড় ক্যাম্প বা আস্তানার দিকে ইশারা করে, তাহলে একটি নিরাপদ জায়গায় গিয়ে অতিরিক্ত সাহায্যের জন্য মাদারবোট, নিকটস্থ ক্যাম্প, স্টেশন বা রেঞ্জ অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

৫.১.৫ ফাঁদে আটকে পড়া বন্যপ্রাণী উদ্ধার: জীবিত বন্যপ্রাণী যেমন- হরিণ, শূকর, বানর, কচ্ছপ, বনমোরগ, ডলফিন, ভোঁদড় ইত্যাদি ফাঁদে আটকে পড়া অবস্থায় পাওয়া গেলে এবং আহত বা অসুস্থ না হলে এদের ছেড়ে দিতে হবে। আহত বা অসুস্থ হলে চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য বন্যপ্রাণী উদ্ধারকেন্দ্রে পাঠাতে হবে; মৃত হলে এদের ছবি তুলতে হবে এবং নিকটস্থ স্টেশন বা ক্যাম্পে পুঁতে ফেলতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফরেনসিক নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। আহত প্রাণী ফাঁদ বা ফাঁস থেকে উদ্ধার করার সময় শারীরিকভাবে আহত হওয়ার ঝুঁকি এড়াতে উদ্ধারকারীকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তবে জীবিত বাঘ, কুমির বা বড় পুরুষ শূকর বা বাচ্চাসহ কোনো শূকর ফাঁদে আটকে পড়া অবস্থায় পাওয়া গেলে অতি দ্রুত বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা রেঞ্জ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং তাঁদের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.২ যোগাযোগ

৫.২.১ প্রতিটি স্মার্ট টহল দলকে একটি করে সিমকার্ডসহ মোবাইল ফোন প্রদান করা হবে। গোয়েন্দা-তথ্য এবং গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সব ধরনের যোগাযোগ উক্ত মোবাইল ফোনের মাধ্যমে করতে হবে। বিভ্রান্তি এড়াতে সকল ফোন বা রেডিও যোগাযোগ টহল দলনেতা বা সহকারী দলনেতার মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে।

৫.২.২ স্মার্ট টহল শুরু করার পূর্বে দলের সকল সদস্য তাদের ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন টহল দলনেতার কাছে জমা দিবেন। মোবাইল ফোন টহল শেষে ফেরত দেয়া হবে।

৫.২.৩ প্রতিদিন টহল শুরু করার পূর্বে, নির্ধারিত মোবাইল ফোন, স্মার্ট মোবাইল অ্যাপ সম্বলিত স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট এবং পাওয়ার ব্যাংকসমূহ সম্পূর্ণরূপে চার্জ করা আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।

৫.২.৪ রেঞ্জ অফিস বা বেস স্টেশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ফোন নম্বরসহ জরুরি নম্বর হিসেবে রেঞ্জ কর্মকর্তা, সহকারী বন সংরক্ষক, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, র‍্যাব, নৌবাহিনী, বিজিবি ও কোস্ট গার্ডের কমান্ড কন্ট্রোল সেন্টারের নম্বর সাথে রাখতে হবে।

৫.২.৫ টহলের মাদারবোট বা লঞ্চে একটি ভি.এইচ.এফ রেডিও উচ্চ অ্যান্টেনা দিয়ে স্থাপন করতে হবে। রেঞ্জ অফিস বা ক্যাম্পকে বেস-স্টেশন হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি ভি.এইচ.এফ রেডিও স্থাপন করতে হবে। নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ড সবসময় তাদের ভি.এইচ.এফ রেডিওতে চ্যানেল ১৬ পর্যবেক্ষণ করেন। জরুরি ক্ষেত্রে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

৫.২.৬ যদি যাত্রাপথে এবং ফিরে আসার সময় টহল পরিকল্পনায় কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয় তাহলে টহল দলকে রেঞ্জ অফিসের সাথে জরুরি ভিত্তিতে যোগাযোগ করে তা জানিয়ে দিতে হবে। কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিপজ্জনক পরিস্থিতি বা দুর্ঘটনা ঘটলে অতি দ্রুত রেঞ্জ কর্মকর্তা ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তার সাথে এই বিষয়ে যোগাযোগ করতে হবে।

৫.২.৭ টহল দলকে প্রতি ৪ ঘণ্টা পর পর রেঞ্জ অফিস বা বেস স্টেশনের সাথে টহল চেক-ইন (যোগাযোগ) করতে হবে। যদি একাধিক চেক-ইন মিস হয়, তাহলে রেঞ্জ কর্মকর্তা টহল দলের জন্য অনুসন্ধান শুরু করবেন।

৫.২.৮ ছোট খালে স্পিডবোট/ছোট নৌকা দিয়ে টহলকারী দলকে প্রতি ৩০ মিনিট পর পর মাদারবোট বা লঞ্চের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

৫.২.৯ পায়ে হেঁটে টহলের সময় স্পিডবোট/ছোট নৌকার চালকের সাথে কিছুক্ষণ পরপর যোগাযোগ করতে হবে যাতে জোয়ার-ভাটার পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট জরুরি অবস্থায় দ্রুত নিরাপদ স্থানে বা মাদারবোট বা লঞ্চ-এ পৌঁছানো যায়।

৫.৩ গোয়েন্দা-তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যদাতাদের নেটওয়ার্ক তৈরি

৫.৩.১ তথ্যদাতাদের নেটওয়ার্ক তৈরি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তথ্যদাতাদের পরিচয় গোপন রাখতে হবে। বৈধ সম্পদ ব্যবহারকারীদের সাথে দীর্ঘস্থায়ী আস্থা তৈরির মাধ্যমে তাদেরকে স্বেচ্ছাসেবী তথ্যদাতা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কোনো কোনো তথ্যদাতা বিভ্রান্ত করার জন্য মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দিতে পারে, তাই প্রাপ্ত তথ্য সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে। তথ্যদাতাকে কোনো সংবেদনশীল তথ্য প্রদান করা যাবে না। কারণ তারা প্রাপ্ত তথ্য নিজের লাভের জন্য ব্যবহার করতে পারে।

৫.৩.২ তথ্যদাতাদের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা একজন তথ্যদাতার কাছ থেকে কতবার তথ্য পেয়েছেন এবং কতবার তা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে তা রেকর্ড করবেন এবং সেই অনুযায়ী তথ্যদাতাদের মূল্যায়ন করে রেটিং দিবেন। শীর্ষ-রেটেড তথ্যদাতাদের প্রতি অধিক মনোযোগী হতে হবে কারণ তারা ভবিষ্যতে আরো বেশি সঠিক তথ্য দিয়ে বন, বন্যপ্রাণী ও মৎস্যসম্পদ সংক্রান্ত অপরাধ দমনে সহযোগিতা করতে পারে।

৫.৪ সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ

৫.৪.১ টহলের সময় সম্পদ ব্যবহারকারীদেরকে সম্মানের সাথে থামিয়ে তল্লাশি করতে হবে। বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

৫.৪.২ সন্দেহজনক কোনো মনুষ্য কর্মকাণ্ডের কাছে যাবার পূর্বে নিরাপত্তাজনিত সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ পর্যালোচনা করতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তিকে বন, বন্যপ্রাণী বা মৎস্যসম্পদ সংক্রান্ত অপরাধের নিদর্শন বা আলামতের কাছে দেখা যায় তাহলে তাকে সন্দেহভাজন হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে এবং সতর্কতার সাথে তল্লাশি করতে হবে।

৫.৪.৩ তল্লাশির সময় সন্দেহভাজন সকল ব্যক্তিকে নিরাপত্তাজনিত কারণে নৌকা থেকে অন্যত্র বা নৌকার এক প্রান্তে সরিয়ে নিতে হবে এবং ব্যক্তি ও নৌকার সর্বত্র যথাযথ ভাবে তল্লাশি করতে হবে।

৫.৪.৪ গ্রেফতারকৃত চোরাশিকারিদের কাছ থেকে তথ্য পেতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে যা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অপরাধীদের গ্রেফতার করতে এবং অপরাধীদের পুরো সিন্ডিকেট ভেঙে দিতে সাহায্য করবে।

৫.৪.৫ জিজ্ঞাসাবাদ শুরুর পূর্বে চোরাশিকারির অপরাধমূলক রেকর্ড, পারিবারিক অবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

৫.৪.৬ জিজ্ঞাসাবাদ শুরুর পূর্বেই কোন প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করবেন তা অফিসারকে ঠিক করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে সাধারণ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করে অধিকতর নির্দিষ্ট বা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ যৌক্তিক ক্রমানুসারে লিখে রাখতে হবে। চোরাশিকারির বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করার জন্য শুরুতে তাকে এমন কিছু প্রশ্ন করতে হবে যেগুলোর উত্তর প্রশ্নকর্তা ইতোমধ্যেই জানেন।

৫.৪.৭ প্রশ্নকর্তাকে চোরাশিকারির মোটিভ বোঝার চেষ্টা করতে হবে যা সরাসরি প্রশ্ন করতে এবং তারা কী করেছে, কেন করেছে সে সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পেতে সাহায্য করতে পারে। প্রশ্নকর্তাকে মনে রাখতে হবে যে, জিজ্ঞাসাবাদ করার উদ্দেশ্য হলো সত্য উদ্‌ঘাটন করা, শুধু অপরাধের স্বীকারোক্তি পাওয়া নয়।

প্রশ্নকর্তাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে:

(i) সন্দেহভাজনকে বুঝতে দিন যে আপনি শুনতে আগ্রহী;

(ii) বন্ধুত্বপূর্ণভাবে নিজেকে উপস্থাপন করুন এবং আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা হিসেবে পরিচয় দিন;

(iii) সন্দেহভাজনকে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে দিন যেন সে তথ্য দিতে আরও বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে;

(iv) ইতোমধ্যে যা কিছু জানা গেছে সে সম্পর্কে সন্দেহভাজন যেন কোনো সূত্র না পায় সেজন্য তদন্ত সম্পর্কিত কোনো তথ্য পর্যালোচনা না করা;

(v) সুস্পষ্ট ভাষায়, সুনির্দিষ্টভাবে ও পেশাদারিত্বের সাথে জিজ্ঞাসাবাদ, ধৈর্য্যের সাথে অপরাধের নেটওয়ার্ক উদ্‌ঘাটন এবং অপরাধ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে;

(vi) সন্দেহভাজনের বক্তব্যের বিস্তারিত নোট গ্রহণ বা সাক্ষাৎকার রেকর্ড এমনভাবে করতে হবে যাতে সে খোলামেলাভাবে কথা বলতে নিরুৎসাহিত না হয়;

(vii) সন্দেহভাজন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যসমূহ সত্য না মিথ্যা তা মূল্যায়ন করতে এবং তার দেয়া বিবৃতি সংগতিপূর্ণ কিনা তা যাচাই করতে একই প্রশ্ন বার বার জিজ্ঞাসা করতে হবে;

(viii) জিজ্ঞাসাবাদ শেষে লিখিত বিবৃতিতে সন্দেহভাজনের সাক্ষর নিতে হবে যা পরবর্তী সময়ে আদালতে ট্রায়ালের সময় প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে।

৫.৫ আলামত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

৫.৫.১ উদঘাটিত অপরাধের ঘটনা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য বিস্তারিতভাবে রেকর্ড করা অপরিহার্য, যেমন: (১) যে আইন বা বিধি ভঙ্গ করেছে তার লিখিত বিবরণ, (২) আসামিদের ব্যক্তিগত তথ্য ও স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (যদি থাকে), (৩) সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিসমূহের সঠিকভাবে শনাক্তকরণপূর্বক পরিমাপ/পরিমাণসহ তালিকা, (৪) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যে এলাকায় অপরাধ ঘটেছে তা পরিদর্শনপূর্বক সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৫.৫.২ অপরাধের দৃশ্য পর্যবেক্ষণের সময় টহল দলকে উক্ত স্থানে বিশৃঙ্খলা কমাতে হবে। প্রয়োজন ছাড়া কোনো কিছু স্পর্শ করা যাবে না। নড়াচড়ার প্রয়োজন না হলে স্থিরভাবে অবস্থান করতে হবে। প্রয়োজনীয় সব কিছু সাথে রাখতে হবে এবং এগুলো কখনোই ভূমির উপর রাখা যাবে না।

৫.৫.৩ অপসারণযোগ্য আলামত বা প্রমাণসমূহ, যেমন- মৃতদেহ, হাড়, দাঁত, চামড়া, ফাঁদ, মাছ ধরার সরঞ্জাম, বিষ ইত্যাদির ছবি তুলতে হবে ও সংগ্রহ করতে হবে। ছবিসহ সমগ্র প্রাণীদেহ বা তার অংশ শনাক্ত করতে হবে।

৫.৫.৪ আলামতসমূহ সঠিকভাবে জব্দপূর্বক বিস্তারিত জব্দতালিকা, ট্যাগ, ছবি ও ভিডিও ফুটেজসহ নিরাপদে পরিবহন এবং টহলের সময় ও টহল-পরবর্তী সময়ে সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। ছবি ও ভিডিও রেকর্ডিং-এর কোনো অংশ টেম্পার করা বা মুছে ফেলা যাবে না।

৫.৫.৫ ফরেনসিক টেস্ট করার জন্য ঘটনার প্রতিটি আলামতে স্বতন্ত্র ট্যাগ যুক্ত করে আলাদা আলাদা ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। পচনশীল আলামতসমূহ, যেমন- বিষ দিয়ে ধৃত মাছ বা মাংস অবশ্যই প্লাস্টিকের কন্টেইনার বা ব্যাগে ভরে রাখতে হবে এবং বনে থাকা অবস্থায় বরফের মধ্যে সংরক্ষণ করতে হবে। বন থেকে ফিরে আসার পর গবেষণাগারের ফ্রিজে রাখতে হবে। যদি বরফ না থাকে তাহলে পচনশীল আলামত রোদে শুকাতে হবে এবং একটি প্লাস্টিকের কন্টেইনার বা ব্যাগে রাখতে হবে।

৫.৫.৬ আলামত বা প্রমাণাদি সংরক্ষণের ধারাবাহিকতা (চেইন-অব-কাস্টডি) সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করা খুবই জরুরি। চেইন-অব-কাস্টডি অর্থাৎ আলামত বা প্রমাণাদি সংরক্ষণের চেইনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য এবং লিখিত রেকর্ড রাখা অত্যাবশ্যক। চেইন-অব-কাস্টডি প্রমাণ করে যে, আদালতে উপস্থাপনকৃত আলামত বা প্রমাণসমূহ এবং অপরাধের দৃশ্য থেকে সংগৃহীত আলামত বা প্রমাণসমূহ অভিন্ন।

৫.৬ আসামি ও আলামত হস্তান্তর এবং পরবর্তী কার্যক্রম

৫.৬.১ গ্রেফতারকৃত অপরাধী এবং সংশ্লিষ্ট আলামত বা প্রমাণ ও জব্দকৃত মালামাল নিকটস্থ বন অধিদপ্তরের স্টেশন বা টহল ফাঁড়িতে হস্তান্তর করতে হবে। এসময় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি, আলামত বা প্রমাণ ও জব্দকৃত মালামালের বিস্তারিত তথ্য এবং অপরাধের বিবরণ সুন্দরবনে স্মার্ট টহলের হ্যান্ডবুক-এ উল্লিখিত আসামি ও জব্দকৃত মালামাল হস্তান্তর ফরম-এ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৫.৬.২ গ্রেফতারকৃত অপরাধী এবং সংশ্লিষ্ট আলামত বা প্রমাণ ও জব্দকৃত মালামাল, বন অধিদপ্তরের স্টেশন বা ফাঁড়িকে গ্রহণ করতে হবে এবং মামলা দায়েরের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫.৬.৩ হস্তান্তরকারী ও গ্রহীতা উভয়ই আসামি ও জব্দকৃত মালামাল হস্তান্তর ফরম-এ সাক্ষর করবেন এবং উভয়ই নিজ নিজ অনুলিপি সংরক্ষণ করবেন।

৫.৬.৪ আসামিকে গ্রেফতার করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে। এতে আদালতে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় সময় অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৫.৬.৫ নির্ধারিত সময়ে ধৃত আসামি আদালতে সোপর্দ করতে না পারলে বা নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশ্ন দেখা দিলে উক্ত আসামি নিকটস্থ থানা-হেফাজতে রাখা যাবে।

৫.৬.৬ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফরেনসিক ল্যাবে আলামতসমূহ, যেমন- মাংস, হাড়, দাঁত বা যেকোনো দেহাংশ বা বিষ ইত্যাদি পাঠাতে হবে এবং ফরেনসিক টেস্টের প্রতিবেদন গ্রহণ করতে হবে।

৫.৭ মামলা দায়ের : একটি কার্যকরী প্রসিকিউশন অফেন্স রিপোর্ট

৫.৭.১ ফৌজদারী কার্যবিধির ঊনবিংশ অধ্যায়ে (ধারা ২২১-২৩২) মামলা বিবরণীতে যে যে বিষয়ের বর্ণনা থাকতে হবে তার ধারণা দেওয়া আছে। দণ্ডাদেশের হার বৃদ্ধির জন্য মামলা বিবরণীতে যে যে বিষয়ের বর্ণনা করতে হবে:

(i) অভিযুক্তের নাম, পিতার নাম, বয়স এবং ঠিকানা;

(ii) অপরাধের বর্ণনা;

(iii) নির্দিষ্ট আইনের ধারা উল্লেখপূর্বক অপরাধের নাম;

(iv) আইনে অপরাধের কোনো সুনির্দিষ্ট নাম না থাকলে, অপরাধের বর্ণনা;

(v) সময়, অপরাধ সংঘটনের স্থান, কোনো ব্যক্তি বা যে বিষয়ে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ;

(vi) যে প্রকারে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার বর্ণনা;

(vii) আসামি কর্তৃক পূর্বে সংঘটিত কোনো অপরাধের মামলার নম্বরসহ সময় ও স্থান সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ;

(viii) আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তার নিকট আসামি ও সাক্ষীর জবানবন্দি;

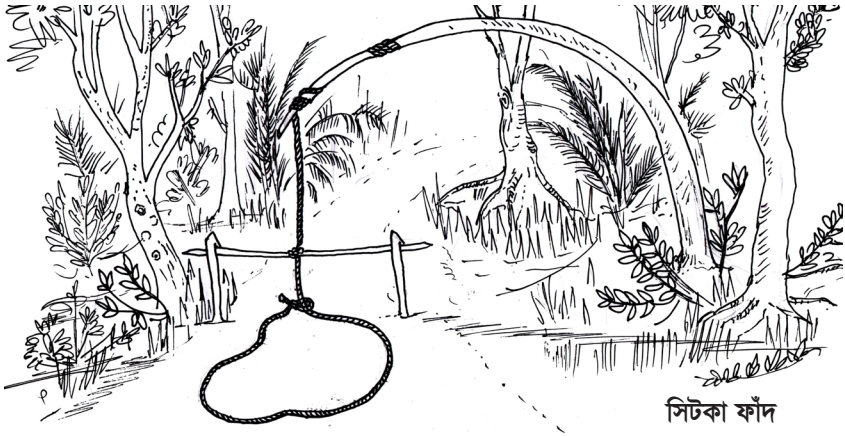
(ix) সংযুক্তি: ঘটনাস্থলের স্কেচ ম্যাপ এবং ঘটনাস্থলের তথ্য সম্বলিত ডকুমেন্ট, বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন ইত্যাদি;

(x) বিচারকালীন বা শুনানির সময় যে সকল সাক্ষ্য এবং আলামত উপস্থাপন করা হবে তার বিবরণ।

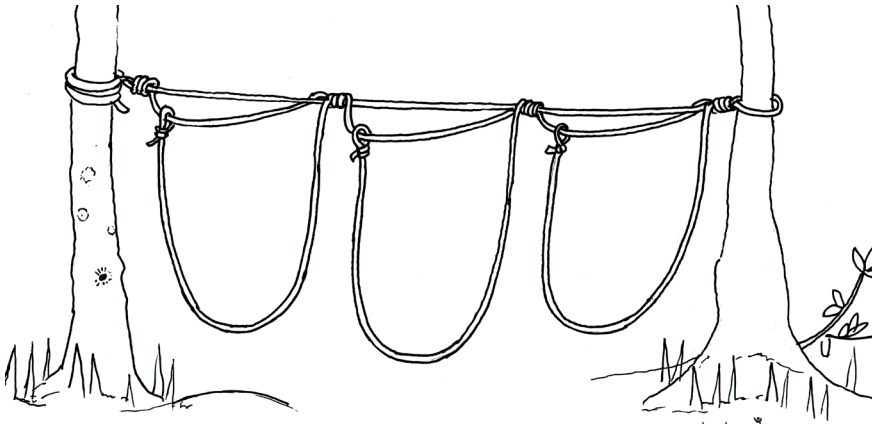
৫.৭.২ স্মার্ট টহল দল ও নিকটবর্তী স্টেশন বা টহল ফাঁড়িকে যৌথভাবে আদালত বা পুলিশ স্টেশনে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গিয়ে মামলা দায়ের করতে হবে। স্মার্ট টহল দলের সদস্য থেকে কমপক্ষে একজনকে মামলার সাক্ষী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

৫.৮ রিজার্ভ টিম

স্মার্ট টহল দলের মতো একই আকার ও গঠনের একটি স্মার্ট রিজার্ভ টিম বা দলকে রেঞ্জ অফিসে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই দল স্মার্ট টহল দলকে জরুরি অবস্থায় এবং টহল কার্যক্রম ও আইন প্রয়োগ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।



সিটকা ফাঁদ



মালা ফাঁস

৬. স্মার্ট ডাটা সংগ্রহ

তিনটি পদ্ধতিতে স্মার্ট ডাটা সংগ্রহ করা যায়: (i) স্মার্ট মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে স্মার্ট টহলের মাধ্যমে, (ii) স্মার্ট মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে বন অধিদপ্তর ও সিপিজির যৌথ টহলের মাধ্যমে (সেকশন ১৫ দ্রষ্টব্য) এবং (iii) স্মার্ট কালেক্ট অ্যাপ ব্যবহার করে সিটিজেন সাইনটিস্ট এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে (সেকশন ১৬ দ্রষ্টব্য)।

৬.১ স্মার্ট টহলের ডাটা সংগ্রহ

৬.১.১ স্মার্ট টহলে একটি স্মার্ট মোবাইল অ্যাপ সম্বলিত স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট ব্যবহার করে ডাটা সংগ্রহ করতে হবে। সুন্দরবনে স্মার্ট টহলের হ্যান্ডবুক-এ প্রদত্ত কনফিগার্ড ডাটা মডেলের স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস অনুযায়ী টহলে ব্যবহৃত সকল স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট সেট-আপ করতে হবে।

৬.১.২ টহলের সকল কার্যক্রম স্মার্ট মোবাইল অ্যাপ সম্বলিত স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট-এ রেকর্ড করতে হবে।

৬.১.৩ অবৈধ প্রবেশকারী ও অবৈধ কর্মকাণ্ডসমূহ (যেমন- অবৈধভাবে মাছ ধরা, বন্যপ্রাণী শিকার, গাছকাটা বা অন্যান্য বনজ দ্রব্য আহরণ); মনুষ্যঘটিত অপরাধসমূহের নিদর্শনসমূহ (যেমন- ফাঁদ, শিকারের চিহ্ন, অবৈধ ক্যাম্প বা আস্তানা, অবৈধ মাছ ধরার সরঞ্জাম); এবং হুমকির সম্মুখীন গুরুত্বপূর্ণ বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ (যেমন- বাঘ, মেছো বিড়াল, চিতা বিড়াল, চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, বন্য শূকর, বানর, রাজ গোখরা, অজগর, হাঁসপাখি/ফিনফুট, মদন টাক, বাংলা শকুন, সিন্ধু ঈগল, বাদামি-পাখ মাছরাঙ্গা, শুশুক, ইরাবতি ডলফিন, ফিনলেস পরপয়েস, গোলাপি ডলফিন, ছোট থাবা ভোঁদড়, চ্যাপ্টালেজী ভোঁদড়, কুমির, বাতাগুর কাছিম, কালোগুঁই) এবং বৈধ প্রবেশকারী (যারা কোনো অপরাধ করেননি) ও তাদের কর্মকাণ্ডসমূহসহ সকল তথ্য স্মার্ট মোবাইল অ্যাপ সম্বলিত স্মার্টফোন বা ট্যাবলেটে রেকর্ড করতে হবে। গৃহীত পদক্ষেপের তথ্য (যেমন- সতর্ক করা হয়েছে, জরিমানা করা হয়েছে, গ্রেফতার করা হয়েছে এবং নিকটস্থ ক্যাম্পে হস্তান্তর করা হয়েছে) এবং অপরাধ সংঘটিত হলে আলামতের তথ্য (যেমন- জব্দ করা হয়েছে, সংগ্রহ করা হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে, ঘটনাস্থলে ফেলে রাখা হয়েছে ইত্যাদি) রেকর্ড করতে হবে।

৬.১.৪ বাঘ ও বাঘের চিহ্ন পর্যবেক্ষণের তথ্য : বাঘ সংরক্ষণে সুন্দরবনের গুরুত্ব অপরিসীম, তাই বাঘ বা বাঘের প্রমাণ পাওয়া গেলে এ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য রেকর্ড করতে হবে।

টহলের সময় বাঘ দেখা গেলে, স্মার্ট মোবাইল অ্যাপে প্রজাতি হিসেবে বাঘ নির্বাচন করে বিভিন্ন তথ্য, যেমন- মোট বাঘের সংখ্যা, লিঙ্গ, বাঘ-শাবকের সংখ্যা (যদি থাকে), আচরণ (হাঁটছে, বিশ্রাম নিচ্ছে, শিকার করছে, সাঁতার কাটছে) এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা (সুস্থ, অসুস্থ বা আহত) ইত্যাদি রেকর্ড করতে হবে। বাঘের মৃতদেহ বা দেহের অংশ পাওয়া গেলে উক্ত প্রাণীর বা দেহাংশের উপর, নীচ ও পাশের দিকের ছবিসহ ঘটনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্মার্ট মোবাইল অ্যাপে মৃতদেহ ক্যাটাগরিতে রেকর্ড করতে হবে। পাশাপাশি কোনো ক্ষত, আঘাতের চিহ্ন বা অস্বাভাবিকতার বিস্তারিত ছবি রেকর্ড করতে হবে যা প্রাণীর মৃত্যুর কারণ নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে। এছাড়াও যে স্থানে বাঘের মৃতদেহ পাওয়া গেছে সেই স্থানের ছবিও রেকর্ড করতে হবে যা ঐ স্থানে মনুষ্য কর্মকাণ্ডের প্রমাণসহ বাঘটির মৃত্যুর সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে। অতি দ্রুত ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এবং রেঞ্জ কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। সেই সাথে পোস্টমর্টেম পরীক্ষাসহ একটি তদন্ত করতে হবে। টহল দল অন্যান্য বিপদাপন্ন বন্যপ্রাণীর ক্ষেত্রেও একইভাবে স্মার্ট মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

৬.১.৫ যদি অস্ত্র পাওয়া যায় তবে অস্ত্রের ধরন (স্বয়ংক্রিয়, আধা-স্বয়ংক্রিয়, শটগান, মাজল লোডার, বানানো রাইফেল, পাইপ গান, তীর ও ধনুক, বর্শা, মুগুর, অন্যান্য), অস্ত্র সংখ্যা এবং গোলাবারুদ (ভরা কার্তুজ, খালি কার্তুজ, বন্দুকের নল)-এর তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এছাড়াও প্রস্তুতকারকের নাম ও সিরিয়াল নম্বর পাওয়া গেলে তা রেকর্ড করতে হবে।

৬.১.৬ যদি বিষ পাওয়া যায় তবে বিষের ধরন, লিটারে পরিমাণ এবং বিষ কিভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তার বর্ণনা (যেমন- জীবিত বা মৃত টোপ, বড়শি টোপ, ফল টোপ) রেকর্ড করতে হবে। অবশ্যই ফাঁদ বা রশির ফাঁস খুঁজতে হবে, এর ধরন ও সংখ্যা এবং সক্রিয় কিনা তা রেকর্ড করতে হবে।

৬.১.৭ ফাঁদ ও ফাঁসের জন্য অনুসন্ধান করতে হবে; যদি পাওয়া যায় তবে তার ধরন, সংখ্যা, সক্রিয় কিনা এবং জানা থাকলে টার্গেট প্রজাতির নাম রেকর্ড করতে হবে।

৬.১.৮ স্মার্ট টহলের অনুপস্থিতিতে ক্যামেরা ট্র্যাপ ব্যবহার করে মনুষ্য কর্মকাণ্ডের হটস্পট বা বাঘ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর জন্য উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহ পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে (সেকশন ১৪ দ্রষ্টব্য)।

৭. স্মার্ট টহল ডাটা ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেদন তৈরি

৭.১ স্মার্ট ডাটা ব্যবস্থাপনার জন্য সেকশন-১৩-তে উল্লিখিত ছক যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৭.২ প্রতিদিন টহল শেষে টহল দলনেতা কম্পিউটারে একটি ফোল্ডার তৈরি করবেন এবং দলের নাম, স্মার্ট মোবাইল অ্যাপ সম্বলিত স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট-এর নম্বর ও তারিখ দিয়ে উক্ত ফোল্ডারটির নামকরণ করবেন। টহল শেষে যত দ্রুত সম্ভব জেসন ফাইলগুলো স্মার্টফোন/ট্যাবলেট থেকে কম্পিউটার ফোল্ডারে ডাউনলোড করবেন, স্মার্ট মোবাইল ডাটা স্মার্ট সফটওয়্যারে আপলোড করবেন এবং নতুন টহল হিসেবে স্মার্ট ডাটাবেসে সংযুক্ত করবেন। সেই সাথে গো-প্রো ক্যামেরা থেকে ছবি ও ভিডিও ফুটেজগুলো কম্পিউটারের উক্ত ফোল্ডারে ডাউনলোড করবেন।

৭.৩ প্রত্যেক টহল দলনেতা ৭-১৪ দিনের টহল সেশন সমাপ্ত করার পর পরবর্তী টহল দলকে দিক-নির্দেশনামূলক বিবৃতি প্রদানের লক্ষ্যে টহলের সার্বিক নিরাপত্তা এবং বন, বন্যপ্রাণী ও মৎস্য সম্পদের প্রতি হুমকি পর্যালোচনা করে একটি স্মার্ট ব্রিফিং নোট তৈরি করবেন এবং পরবর্তী ১ দিনের মধ্যে স্মার্ট টহল ব্রিফিং নোটের সাথে এক্সপোর্টকৃত টহল ডাটা, জেসন ফাইল, ছবি এবং ভিডিও ফুটেজ রেঞ্জ কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে স্মার্ট ডাটা ম্যানেজারের নিকট প্রেরণ করবেন।

৭.৪ স্মার্ট টহল দলনেতার কাছ থেকে স্মার্ট টহল ব্রিফিং নোট, স্মার্ট টহল ডাটা, জেসন ফাইল, ছবি ও ভিডিও ফুটেজ পাওয়ার পর স্মার্ট ডাটা ম্যানেজার বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন এবং সেকশন ৭.১০ ও ৭.১১-তে প্রদত্ত ফরমেট অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রেঞ্জের স্মার্ট টহল প্রতিবেদন তৈরি করবেন, একই সঙ্গে সকল টহল ডাটা ও ডকুমেন্টসহ প্রতিবেদনটি ২ কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে স্মার্ট ডাটা কোঅর্ডিনেটর ও রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (রিমস্) ইউনিটে প্রেরণ করবেন। সেই সাথে তিনি উক্ত টহল ডাটাসমূহ স্মার্ট কানেক্ট সার্ভারে আপলোড করার জন্য রিমস্ ইউনিটে দায়িত্বরত স্মার্ট ডাটা এনালিস্ট-এর নিকট প্রেরণ করবেন। পরবর্তী কালে স্মার্ট ডাটা ম্যানেজার প্রাপ্ত সকল ডকুমেন্টগুলো সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে সংরক্ষণ করবেন, স্মার্ট টহল দলনেতার কাছ থেকে ডাটা পাওয়ার এবং স্মার্ট ডাটা কোঅর্ডিনেটর ও রিমস্ ইউনিটে প্রেরণ করার একটি রেজিস্টার তৈরি করবেন।

৭.৫ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা টহল প্রতিবেদন পাওয়ার পর ৩ দিনের মধ্যে পরবর্তী টহল দলকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন। এছাড়া বিভাগীয় বন কর্মকর্তা প্রত্যেক মাসে স্মার্ট এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সদস্য এবং স্মার্ট ডাটা কোঅর্ডিনেটরের সাথে সভা করবেন।

এই সভায় তাঁরা স্মার্ট টহল প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করবেন। উক্ত প্রতিবেদনের তথ্যের ভিত্তিতে কিভাবে সংরক্ষণ জোরদার করা যায়, কিভাবে অবৈধ কর্মকাণ্ডসমূহ মোকাবেলা করা যায়, সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সংশ্লিষ্ট রেঞ্জের যেখানে টহল হয় নাই এমন এলাকাসমূহ চিহ্নিত করবেন এবং সেসব এলাকাকে পরবর্তী টহলের আওতায় আনার জন্য কর্ম-পরিকল্পনা করবেন। এছাড়াও তাঁরা ব্রিফিং নোট নিয়ে আলোচনা করবেন এবং পরবর্তী টহল দলকে যথাযথ নির্দেশনা দিবেন। বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সহযোগী (যদি থাকে) প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা, পরামর্শ এবং মতামত প্রদান করার জন্য সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৭.৬ স্মার্ট ডাটা কোঅর্ডিনেটর প্রতি মাসের শেষে সুন্দরবনের চারটি রেঞ্জের জন্য টহল সুপারিশ সম্বলিত একটি সমন্বিত খসড়া মাসিক প্রতিবেদন তৈরি করবেন এবং রিভিউ করার জন্য স্মার্ট টহল সমন্বয় কমিটির সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করবেন। তিনি প্রাপ্ত সকল ডকুমেন্ট বা দলিল বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, খুলনা অথবা বন সংরক্ষক, খুলনা অঞ্চল কর্তৃক নির্ধারিত দপ্তরে নিরাপদে সংরক্ষণ করবেন।

৭.৭ প্রতি ৩ মাস শেষে স্মার্ট টহল সমন্বয় কমিটি উক্ত ৩ মাসের জন্য একটি ত্রৈমাসিক স্মার্ট টহল সভা সম্পাদন করবেন যাতে বন সংরক্ষক, খুলনা অঞ্চল সভাপতিত্ব করবেন। সকল টহল দলনেতা, ডাটা কোঅর্ডিনেটর এবং ডাটা ম্যানেজার উক্ত সভায় উপস্থিত থাকবেন। এ সভায় উক্ত ৩ মাসের সকল স্মার্ট টহলের মাসিক প্রতিবেদন রিভিউ করা হবে এবং সামগ্রিকভাবে স্মার্ট অপারেশন, টহল পরিকল্পনার উন্নতি, অভ্যন্তরীণ দাপ্তরিক সমন্বয় বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হবে। বন সংরক্ষক, খুলনা অঞ্চলের অনুমতিক্রমে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সহযোগী (যদি থাকে) প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা, পরামর্শ এবং মতামত প্রদান করার জন্য পর্যবেক্ষক হিসেবে সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৭.৮ স্মার্ট ডাটা কোঅর্ডিনেটর ১ কার্যদিবসের মধ্যে স্মার্ট টহল সমন্বয় কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সকল মন্তব্য মাসিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং সুন্দরবনে উক্ত ৩ মাসের সকল স্মার্ট টহলের চূড়ান্ত মাসিক প্রতিবেদন বন সংরক্ষক, খুলনা অঞ্চল এর নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবেন।

৭.৯ বন সংরক্ষক, খুলনা অঞ্চল উক্ত স্মার্ট টহলের প্রতিবেদনসমূহ জাতীয় স্মার্ট কারিগরি কমিটি, রিমস্ ইউনিট, স্মার্ট এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থাপনা ইউনিট এবং রেঞ্জ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন।

৭.১০ সুন্দরবনে স্মার্ট টহলের মাসিক প্রতিবেদন-এর ফরম্যাট হবে: ১) কভার পেজ (মাসিক স্মার্ট প্রতিবেদন, মাসের নাম, রেঞ্জ বা অভয়ারণ্যের নাম, প্রতিবেদন সংখ্যা, প্রস্তুতকারকদের নাম, বন অধিদপ্তরের লোগো ও নাম), ২) সূচিপত্র, ৩) সারমর্ম, ৪) ভূমিকা/পটভূমি, ৫) টহল শ্রম (সময় ও দূরত্বের ভিত্তিতে), ৬) মনুষ্য কর্মকাণ্ড ও আইন প্রয়োগ, ৭) বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ, ৮) দল কর্তৃক মোকাবেলাকৃত চ্যালেঞ্জসমূহ এবং ৯) পরামর্শ।

৭.১১ প্রতিবেদনে স্মার্ট কুয়েরি ও সামারির (সারমর্ম) উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত টেবিল ও মানচিত্রসমূহ (সীমাবদ্ধ নয়) সংযুক্ত করতে হবে: ১) মোট টহলকৃত এলাকা (কিলোমিটার), ২) বৈধ মনুষ্য কর্মকাণ্ড (মানুষের উপস্থিতি ও নিদর্শনসমূহ), ৩) অবৈধ মনুষ্য কর্মকাণ্ড, ৪) মাছ ধরার কার্যক্রম, ৫) নৌকা বা ট্রলার, ৬) অবৈধ ক্যাম্প বা ছাউনি, ৭) বিষ দিয়ে মাছ ধরা, ৮) সকল বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ, ৯) স্থলজ স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ, ১০) জলজ স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ, ১১) সরীসৃপ পর্যবেক্ষণ, ১২) পাখি পর্যবেক্ষণ এবং ১৩) বন্যপ্রাণীর চিহ্নসমূহ পর্যবেক্ষণ। সকল মানচিত্রে স্কেল, লিজেন্ড, নর্থ অ্যারো ও বর্ডার থাকতে হবে এবং উপরে ও ডান পাশের বর্ডারের বাইরে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ উল্লেখ করতে হবে। মানচিত্রে পর্যবেক্ষণসমূহকে বিভিন্ন প্রতীক দ্বারা উপস্থাপন করতে হবে, এতে রং ব্যবহার করা যাবে না।

৭.১২ স্মার্ট টহলের মাসিক প্রতিবেদন-এর শেষে টহলের তথ্য ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত পরামর্শসমূহ সংযুক্ত করতে হবে।

৭.১৩ স্মার্ট টহল দলসমূহকে একে অপরের সাথে পুনঃঅপরাধকারীদের শনাক্তকরণের জন্য অপরাধীদের তালিকা বিনিময় করতে হবে।



চিত্রা হরিণ (Spotted deer)



বাঘ (Bengal tiger)

৮. বাঘের নিরাপত্তা জোরদারকরণ

৮.১ বাঘ রক্ষায় স্মার্ট টহল ডাটার ব্যবহার

৮.১.১ স্মার্ট ডাটাবেসে সেকশন ৬.১-এ বর্ণিত পর্যবেক্ষণসহ, বাঘ ও তাদের শিকার প্রাণীকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে এমন কোনো মনুষ্য কর্মকাণ্ডের তথ্য পাওয়ার সাথে সাথেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। যেসব এলাকায় অবৈধ মনুষ্য কর্মকাণ্ড দেখা গেছে, সেসব এলাকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্মার্ট টহলের পরিমাণ বাড়াতে হবে। সেই সাথে সন্দেহভাজনদের গ্রেফতার করতে ও অবৈধ সরঞ্জাম জব্দ করার জন্য টহল দলের আকার বড় করতে হবে।

৮.১.২ বৈধভাবে প্রবেশকারী মানুষ এবং অধিক মানুষের উপস্থিতির নিদর্শনসমূহও বাঘ ও তাদের শিকার প্রাণীদের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে। এধরনের পর্যবেক্ষণ স্মার্ট ডাটাবেসে পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে স্মার্ট টহল বৃদ্ধি করতে হবে। চোরাশিকার দমনে স্মার্ট টহলের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানিক ও সময় ভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।

৮.২ স্থানিক ডাটা ও মডেল ব্যবহার করে টহল পরিকল্পনা

পূর্ববর্তী সময়ে যেসব এলাকা থেকে ফাঁদ ও ফাঁস উদ্ধার এবং বন্যপ্রাণী অপরাধী গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সে সব স্থানকে বাঘ শিকারের সম্ভাব্য স্থান হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সম্ভাব্য স্থানগুলোর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যের সাথে অতীতে ঐ স্থানগুলো থেকে প্রাপ্ত চোরাশিকারের তথ্য ব্যবহার করে, চোরাশিকারের হটস্পট ম্যাপ তৈরি করা যেতে পারে। যা কোন কোন স্থানে অগ্রাধিকার ভিত্তিক টহল কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে তা নির্ধারণ করবে। প্রোটেকশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ফর ওয়াইল্ডলাইফ সিকিউরিটি (PAWS) প্লাগ-ইন হলো স্মার্ট সফটওয়্যারের একটি নতুন প্লাগ-ইন যা এই প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করে এবং সমস্ত স্মার্ট টহল ডাটা ব্যবহার করে বাঘ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর জন্য সম্ভাব্য উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করে।

৯. প্রশিক্ষণ ও পরামর্শদান

৯.১ টহল দলে অংশগ্রহণকারী বন অধিদপ্তরের সকল কর্মীকে বন অধিদপ্তর, উন্নয়ন সহযোগী ও সংরক্ষণ সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত মাঠ পর্যায়ে আইন প্রয়োগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে পেশাগত আইন প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণ কৌশলের উপর প্রশিক্ষণ এবং আইন প্রয়োগীকরণ অভিযান সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

৯.২ স্মার্ট টহল দলের দলনেতা ও সহকারী দলনেতাকে বন্যপ্রাণী অপরাধের ঘটনা তদন্ত, আলামত বা প্রমাণ সংগ্রহ, গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক তৈরি ও জিজ্ঞাসাবাদ কৌশলের উপর উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

৯.৩ প্রত্যেক টহল দলে অন্তত একজন সদস্যের ফার্স্ট এইড ট্রেনিং থাকতে হবে।

৯.৪ স্মার্ট টহল দলের দলনেতা ও সহকারী দলনেতাকে স্মার্ট মোবাইল ও স্মার্ট কালেক্ট অ্যাপের মাধ্যমে ডাটা সংগ্রহ এবং স্মার্ট ডাটাবেসে ডাটা এন্ট্রিকরণের উপর প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

৯.৫ স্মার্ট ডাটা ম্যানেজার এবং স্মার্ট ডাটা কোঅর্ডিনেটরকে ডাটা ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেদন তৈরির উপর বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

৯.৬ স্মার্ট নিরাপত্তা প্রহরী ও রিজার্ভ টিমের সদস্যদের স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র চালনা, অপরাধের ঘটনা ব্যবস্থাপনা এবং পাল্টা জলদস্যু অপারেশনের উপর উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

৯.৭ স্মার্ট টহল দলকে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশিক্ষকের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে মেন্টরিং করতে হবে যাতে টহল দল আইন প্রয়োগ ও বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ টহল কার্যকরভাবে সম্পাদনসহ কিভাবে আইন ও বিধিমালা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হয়, স্মার্ট ডাটা সংগ্রহ করতে হয় এবং স্মার্ট ডাটাবেসে তা এন্ট্রি দিতে হয়, সেইসব বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

৯.৮ সম্ভব হলে স্মার্ট টহল দলকে মেন্টরিং ও তাদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করার জন্য টহল বোটে বন অধিদপ্তর বা সংরক্ষণ সংস্থা বা অংশীদারদের মধ্য থেকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে।



স্মার্ট টহল প্রশিক্ষণ কর্মশালা

১০. ফরেস্ট স্টেশন বা টহল ফাঁড়ির দায়িত্ব ও কর্তব্য

১০.১ বন অধিদপ্তরের স্টেশন বা টহল ফাঁড়িতে অবস্থানকারী কর্মচারীগণ তাদের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় নিয়মিত টহল প্রদান করবেন এবং স্মার্ট টহল দলকে চাহিদা অনুযায়ী সহযোগিতা বা ব্যাকআপ দিবেন।

১০.২ স্মার্ট টহল দল ও বন অধিদপ্তরের স্টেশন বা টহল ফাঁড়ি উভয়ই গোয়েন্দা-তথ্য এবং সম্মিলিতভাবে আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত অপারেশনের জন্য একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

১০.৩ বন অধিদপ্তরের স্টেশন বা টহল ফাঁড়িসমূহ গ্রেফতারকৃত অপরাধী ও জব্দকৃত মালামাল গ্রহণ করবে, বিচারের জন্য মামলা দায়ের করবে এবং আলামত বা প্রমাণ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে যতক্ষণ না আদালতে উপস্থাপন করা হয়।

১১. কৃতিত্ব পর্যবেক্ষণ ও পুরস্কার প্রদান

১১.১ একগুচ্ছ মানসম্মত সূচকের মাধ্যমে প্রতি তিন মাস অন্তর সম্পাদিত টহলের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে টহল দলের সদস্যদের পারফরমেন্স যাচাই করা হবে। যেমন- প্রত্যেক টহল দল কর্তৃক সম্পাদিত মোট টহল সময় (ঘণ্টা), টহল দূরত্ব (কিমি), টহলকৃত এলাকা বা কাভারেজের হার (%), পর্যবেক্ষণ বা অবজারভেশন (সংখ্যা) এবং রেঞ্জ কর্মকর্তা ও স্মার্ট ডাটা কোঅর্ডিনেটরের প্রতিবেদন।

১১.২ অর্থ যোগান নিশ্চিত করা গেলে দৃষ্টান্তমূলক কৃতিত্বসমূহ পুরস্কৃত করার বিশেষ ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এ বিষয়ে স্মার্ট টহল সমন্বয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

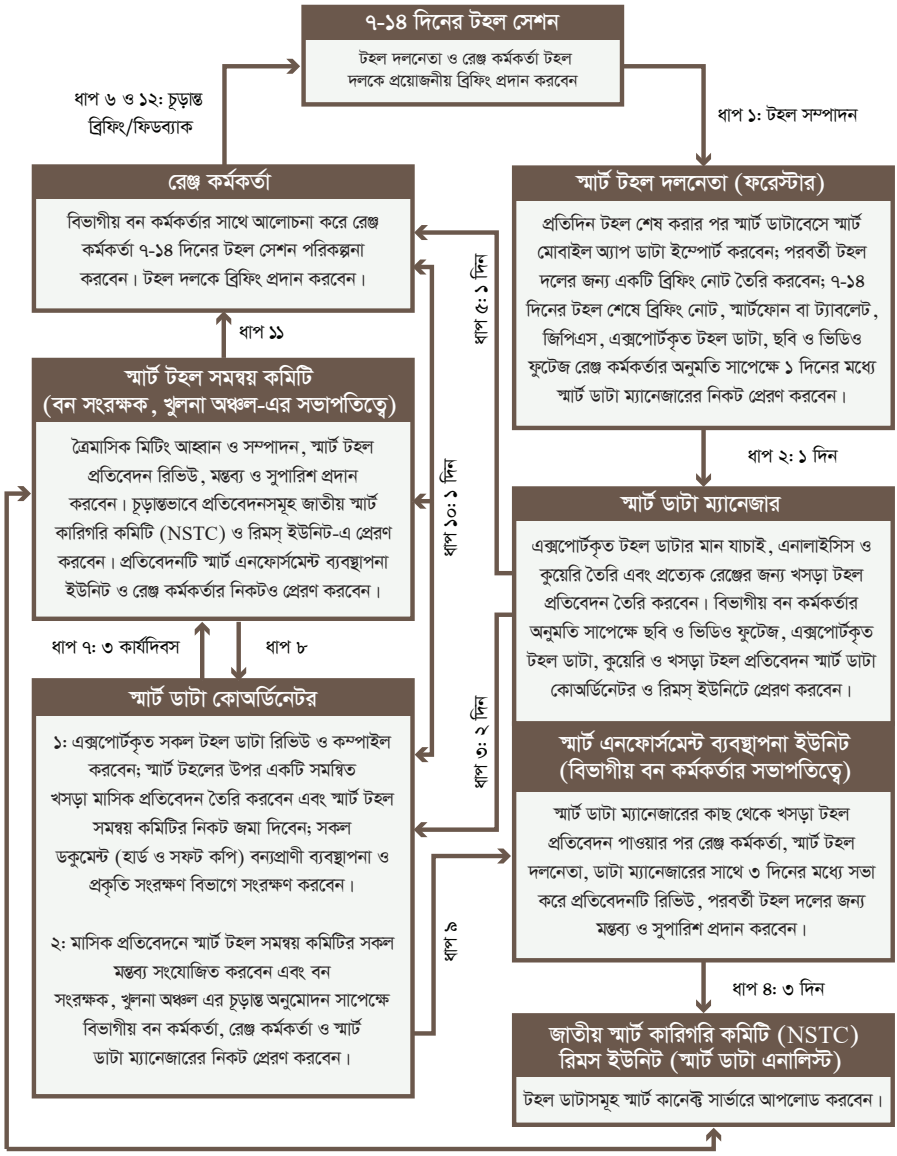
১২. ক্ষতিপূরণ

অপরাধ উদ্‌ঘাটনে (তথ্য প্রদানকারী) পুরস্কার প্রদান বিধিমালা, ২০২০ অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারীকে এবং বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত গুরুতর আহত ব্যক্তি বা নিহতের পরিবার বা বন্যপ্রাণী দ্বারা সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।



স্মার্ট টহলের সময় নৌকা তল্লাশি

১৩. স্মার্ট ডাটা সংগ্রহ, প্রতিবেদন তৈরি ও ব্যবস্থাপনার ছক



১৪. ক্যামেরা ট্র্যাপের মাধ্যমে বাঘ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর জন্য উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা (হটস্পট) পর্যবেক্ষণ

সুন্দরবনের অভ্যন্তরে স্মার্ট টহলের অনুপস্থিতিতে ক্যামেরা ট্র্যাপ ব্যবহার করে বাঘ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর জন্য উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহ বা অবৈধ মনুষ্য কর্মকাণ্ডের হটস্পটসমূহ পর্যবেক্ষণ করা যায়। ক্যামেরা ট্র্যাপে ধারণকৃত ছবি এনালাইসিস করে মনুষ্য কর্মকাণ্ডজনিত হুমকির প্রবণতা (ট্রেন্ড) চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে এ ধরনের কর্মকাণ্ডসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, কোনোভাবেই উক্ত হটস্পটগুলোতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে না পারে।

১৪.১ হটস্পটে ক্যামেরা ট্র্যাপ স্থাপন

১৪.১.১ স্মার্ট টহল দল উক্ত হটস্পটসমূহে টহল প্রদানকালে সর্বোচ্চ জোয়ারে পানি যে পর্যন্ত উঁচু হয় গাছে তার দাগ দেখে উক্ত দাগের দুই ফুট উপরে এমন স্থানে ক্যামেরা ট্র্যাপ স্থাপন করবে যেখান থেকে পরিষ্কারভাবে মনুষ্য কর্মকাণ্ডের ছবি উঠবে কিন্তু ক্যামেরাটি মানুষের নজরে পরবে না। ক্যামেরার সামনে গাছের ডাল বা পাতা থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে যাতে পরিষ্কার ছবি তুলতে সামনে কোনো বাধা না থাকে।

১৪.১.২ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের ভেতরে যেসব ছোট খালে (২৫ মিটারের কম প্রশস্ত) ছোট নৌকা চলাচল করে বা করার সম্ভাবনা আছে সেগুলোতে এবং নিষিদ্ধ খালের মুখে, সুকৌশলে ক্যামেরা ট্র্যাপ স্থাপন করতে হবে। এ ব্যাপারে স্মার্ট টহল দল অনবোর্ড মেন্টরদের সহায়তা নিতে পারে।

১৪.২ ক্যামেরা ট্র্যাপ ডাটা ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেদন তৈরি

১৪.২.১ ক্যামেরা ট্র্যাপ স্থাপন করার পর টহল দল যখনই উক্ত হটস্পট এলাকায় পরবর্তী সময়ে টহল দেবে তখনই ক্যামেরা ট্র্যাপের ছবিগুলো কম্পিউটারের হার্ডডিস্কে ডাউনলোড করবে এবং টহল দলনেতা টহল দলের নাম, ক্যামেরার নম্বর এবং কত থেকে কত তারিখ পর্যন্ত ক্যামেরাটি স্থাপিত ছিল তা দিয়ে ফোল্ডারটির নামকরণ করবেন (যেমন- চাঁদপাই১_ক্যামেরা ট্র্যাপ নং ১৪_০১-২৩আগস্ট২০২৩), টহল শেষে উক্ত ফোল্ডারটি পেনড্রাইভে কপি করে স্মার্ট টহল ডাটার সাথে স্মার্ট ডাটা ম্যানেজারের নিকট জমা দিবেন।

১৪.২.২ স্মার্ট ডাটা ম্যানেজার পেনড্রাইভ থেকে ক্যামেরা ট্র্যাপের ছবিসম্বলিত ফোল্ডারটি কপি করে তার কম্পিউটারের নির্দিষ্ট ফোল্ডারে আর্কাইভ করবেন; অভয়ারণ্যে মাছ ধরা, বিষ দিয়ে মাছ ধরা, অবৈধ মাছ ধরার সরঞ্জাম বহন, গাছ চুরি এবং নিষিদ্ধ সময়ে সুন্দরবনে মানুষের উপস্থিতিসহ অবৈধ মনুষ্য কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে ছবিগুলো বাছাই করে সংশ্লিষ্ট ফোল্ডারে আর্কাইভ করবেন।

অতঃপর বাঘ ও অন্যান্য প্রাণীর প্রতি হুমকিস্বরূপ মানুষ্য কর্মকাণ্ডের ছবিসমূহ বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন তৈরি করবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করবেন। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ক্যামেরা ট্র্যাপ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উক্ত হটস্পটসমূহে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরবর্তী স্মার্ট টহল দলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

১৪.২.৩ ক্যামেরা ট্র্যাপ প্রতিবেদনের ফরমেট হবে: ১) ক্যামেরার অবস্থানের নাম, ২) ক্যামেরা অবস্থানের জিপিএস কোঅর্ডিনেট, ৩) রেকর্ডকৃত মোট ছবির সংখ্যা, ৪) মানুষ্য কর্মকাণ্ডের ছবির সংখ্যা, ৫) ক্যামেরা ট্র্যাপের সংক্ষিপ্ত ফলাফল ও ৬) সুপারিশ।

১৪.২.৪ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে স্মার্ট ডাটা ম্যানেজার ক্যামেরা ট্র্যাপ প্রতিবেদনের কপি তিন (৩) কার্যদিবসের মধ্যে স্মার্ট ডাটা কোঅর্ডিনেটরের নিকট পাঠাবেন এবং সেই সাথে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে সমস্ত ছবি সংরক্ষণ করবেন।

১৪.২.৫ স্মার্ট ডাটা কোঅর্ডিনেটর ক্যামেরা ট্র্যাপ প্রতিবেদনসমূহ স্মার্ট টহল সমন্বয় কমিটির ত্রৈমাসিক মিটিং-এ উপস্থাপন করবেন। স্মার্ট টহল সমন্বয় কমিটি মূল স্মার্ট টহল প্রতিবেদনের পাশাপাশি ক্যামেরা ট্র্যাপ প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে সে অনুযায়ী হটস্পটসমূহে ক্যামেরা ট্র্যাপিং-এ প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের জন্য পরামর্শ প্রদান করবেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও রেঞ্জ কর্মকর্তা উক্ত পরামর্শ দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করবেন।



হাঁসপাখি (**Masked finfoot**)

১৫. বন অধিদপ্তর ও সিপিজির যৌথ টহল কার্যক্রম

বন অধিদপ্তর, সিপিজির সাথে সুন্দরবন-সংলগ্ন ভিলেজ কনজারভেশন ফোরাম (ভিসিএফ) এলাকায় যৌথ টহল পরিচালনা করবে। এসব টহল কার্যক্রম স্মার্ট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে রেকর্ড ও স্মার্ট সফটওয়ারের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। এজন্য সুন্দরবন-সংলগ্ন ভিসিএফ এলাকার ম্যাপ সংযুক্ত একটি আলাদা কনজারভেশন এরিয়া ও অটো-রিপোর্টিং ফরমেট থাকবে (যেমন- বিএফডি-সিপিজি যৌথ টহল রিপোর্ট)। বিএফডি-সিপিজির সমন্বয়ে গঠিত যৌথ টহল দলের কার্যক্রম নিম্নোলিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

১৫.১ বিএফডি ও সিপিজির সদস্যগণ সুন্দরবন-সংলগ্ন ভিসিএফ এলাকায় প্রতি সপ্তাহে ন্যূনতম ৬ ঘণ্টা পায়ে হেঁটে যৌথ-টহল পরিচালনা করবেন এবং তাদের টহল কার্যক্রম স্মার্ট টহল দলের মতো স্মার্ট মোবাইল অ্যাপে রেকর্ড করবেন। এতে গোয়েন্দা-তথ্যভিত্তিক টহল পরিচালনা অগ্রাধিকার পাবে।

১৫.২ ভিসিএফ এলাকায় কোনো অবৈধ কর্মকাণ্ডের দেখা বা সন্ধান পেলে তা স্মার্ট মোবাইল অ্যাপে রেকর্ড করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। অপরাধের তীব্রতা/ভয়াবহতা বিচার করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা রেঞ্জ কর্মকর্তাকে জানাবেন এবং তাদের নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করবেন।

১৫.৩ প্রত্যেক টহল দলের সাথে সুন্দরবনে স্মার্ট টহলের হ্যান্ডবুক, ভিসিএফ এলাকার মানচিত্র, জরুরি যোগাযোগ নম্বর, স্মার্ট মোবাইল অ্যাপ সম্বলিত স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট থাকতে হবে।

১৫.৪ প্রতিটি টহল দলে ৫-১০ জন সদস্য থাকবেন : ১) টহল দলনেতা, ২) সহকারী দলনেতা, ৩) স্মার্ট ডাটা রেকর্ডার, ৪) দুই জন অস্ত্রধারী নিরাপত্তা প্রহরী, এবং ৫) অন্যান্যরা - সাধারণ অপরাধ অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণকারী হিসেবে সিপিজির সদস্যগণ এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

১৫.৫ সিপিজির সদস্যগণ নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান করে টহলে অংশগ্রহণ করবেন।

১৫.৬ টহল শেষে টহল ডাটা স্মার্ট মোবাইল অ্যাপ থেকে কম্পিউটারের নির্দিষ্ট ফোল্ডারে ডাউনলোড করবেন এবং সংশ্লিষ্ট স্মার্ট ডাটা ম্যানেজারকে ই-মেইলের মাধ্যমে বা পেনড্রাইভে কপি করে পাঠাবেন।

১৫.৭ কোনো বন্যপ্রাণী অপরাধ শনাক্ত হলে যদি তল্লাশি করার প্রয়োজন হয়, তাহলে উক্ত স্থান (যেমন- বাড়ি, ঘর, দোকান, ইত্যাদি) তল্লাশির সময় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, যেমন- সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, মহিলা কাউন্সিলর বা চৌকিদার ও স্কুল শিক্ষক বা মসজিদের ঈমাম সাহেবকে সাথে রাখতে হবে। জব্দ-তালিকায় উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সাক্ষর নিতে হবে এবং মামলায় তাঁদেরকে সাক্ষী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৫.৮ সিপিজির সদস্যগণ তল্লাশি ও গ্রেপ্তারের সময় বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে সহযোগিতা করবেন এবং প্রয়োজনে মামলার সাক্ষী হবেন। এক্ষেত্রে আসামি ও সাক্ষীগণকে (সিপিজি) আদালতে প্রেরণের খরচ বন অধিদপ্তর বহন করবে।

১৫.৯ সিপিজির সদস্যগণকে টহল বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

১৫.১০ উপরোক্ত নির্দেশনা (১৫.১ - ১৫.৯) ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে স্মার্ট টহলের এসওপি অনুসরণ করতে হবে।



গাঙ্গেয় শুশুক (Ganges river dolphin)

১৬. স্মার্ট কালেক্ট অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ডাটা সংগ্রহ

স্মার্ট কালেক্ট অ্যাপ হলো স্মার্ট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের একটি সংক্ষিপ্ত ভার্শন যার মাধ্যমে স্বতন্ত্র ঘটনার তথ্য রেকর্ড করা হয়। স্থানীয় সম্প্রদায়, বৈধ সম্পদ ব্যবহারকারী, স্বেচ্ছাসেবক, পর্যটন জাহাজের ক্যাপ্টেন ও ক্রু, ট্যুর গাইড, সাংবাদিক, কমিউনিটি পেট্রল গ্রুপ, ভিলেজ কনজারভেশন ফোরাম, ভিলেজ টাইগার রেসপন্স টিম, ডলফিন রেসপন্স টিম এবং কো-ম্যানেজমেন্ট সংস্থা (যারা এ ডকুমেন্টে সম্মিলিতভাবে "সিটিজেন সাইনটিস্ট" হিসেবে পরিগণিত) এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা (যেমন- পুলিশ, র‍্যাব, কোস্টগার্ড, নৌবাহিনী, বর্ডার গার্ড এবং কাস্টমস)-এর প্রশিক্ষিত সদস্যগণ স্মার্ট কালেক্ট অ্যাপের মাধ্যমে সুন্দরবন ও তদসংলগ্ন ভিসিএফ এলাকা থেকে বন, বন্যপ্রাণী ও মৎস্যসম্পদ সংক্রান্ত ডাটা (তথ্য-উপাত্ত) সংগ্রহ বা রিপোর্ট করতে পারবেন।

১৬.১ সিটিজেন সাইনটিস্ট স্মার্ট ডাটা সংগ্রহ

১৬.১.১ সিটিজেন সাইনটিস্টগণ জরুরি ভিত্তিতে বাঘ ও অন্যান্য বিপন্ন প্রজাতি (জীবিত বা মৃত), চোরাশিকার, বন্যপ্রাণীর অবৈধ বাণিজ্য, মানুষ ও বাঘের দ্বন্দ্ব এবং মানুষের অন্যান্য অবৈধ কর্মকাণ্ড (যেমন- লম্বা দড়ি, ফাঁদ, ফাঁস, বিষ বা কীটনাশক, কুঠার, করাত, দা ও ছুরি বহন করা) যা বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীর খাবার ও বাসস্থানের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, এরকম পর্যবেক্ষণের তথ্য সরাসরি বন অধিদপ্তর বা বন অধিদপ্তর মনোনীত স্মার্ট কালেক্ট ফোকাল পার্সন-এর নিকট লিখিত বা মৌখিকভাবে রিপোর্ট করবেন। উদাহরণস্বরূপ: জাহাজের ক্যাপ্টেন, ক্রু ও ট্যুর গাইডরা ট্যুর শেষে এবং বৈধ সম্পদ ব্যবহারকারীরা তাদের পর্যবেক্ষণের তথ্য বন থেকে ফেরার পর পাশ সমর্পণের সময় সংশ্লিষ্ট স্টেশন কর্মকর্তাকে অথবা স্মার্ট কালেক্ট ফোকাল পার্সনকে অবহিত করবেন। এধরনের তথ্য আদান-প্রদানের সময় সিটিজেন সাইনটিস্ট ও বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে অবশ্যই গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

১৬.১.২ সিটিজেন সাইনটিস্টগণ কর্তৃক রিপোর্টকৃত উপরোক্ত যেকোনো পর্যবেক্ষণের তথ্য স্মার্ট কালেক্ট ফোকাল পার্সন বা বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা তাদের পক্ষ থেকে স্মার্ট কালেক্ট অ্যাপ্লিকেশনে রেকর্ড করবেন।

১৬.১.৩ মানুষ ও বাঘসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের সময় ও তারিখ, পর্যবেক্ষকের নাম, গ্রাম বা স্থানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জিপিএস কোঅর্ডিনেট), বয়স ও লিঙ্গ, বন্যপ্রাণীটি গ্রামে কতক্ষণ অবস্থান করেছিল, আক্রান্ত বা নিহত গবাদি পশুর সংখ্যা (যদি থাকে), মানুষ আক্রান্ত বা নিহত হলে তার বিস্তারিত বিবরণ, বন্যপ্রাণীর প্রতি গ্রামবাসীর প্রতিক্রিয়া, সংঘর্ষের সময় বন্যপ্রাণী মারা গেলে মৃত্যুর কারণ, নিকটস্থ ফরেস্ট অফিসে রিপোর্ট করা হয়েছে কিনা, মৃতদেহ কি করা হয়েছে এবং বন্যপ্রাণীটি আহত হলে বা বেঁচে থাকলে অন্যান্য কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ইত্যাদি রেকর্ড করবেন।

১৬.১.৪ ভিসিএফ এলাকার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক গ্রামে সিটিজেন সাইনটিস্টগণের মধ্যে থেকে একজন করে স্মার্ট কালেক্ট ফোকাল পার্সন নির্ধারণ করা হবে। সিটিজেন সাইনটিস্টগণের মধ্যে যার স্মার্টফোন আছে এবং এটি ব্যবহারে পারদর্শী ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে আগ্রহ রয়েছে তিনিই স্মার্ট কালেক্ট ফোকাল পার্সন হিসেবে নির্বাচিত হতে পারবেন।

১৬.২ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক স্মার্ট ডাটা সংগ্রহ

সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা (যেমন- পুলিশ, র‍্যাব, কোস্টগার্ড, নৌবাহিনী, বিজিবি, কাস্টমস) বন্যপ্রাণী অপরাধ, বাঘ বা অন্যান্য বিপন্ন প্রজাতির সাথে সম্পর্কিত যেকোনো পর্যবেক্ষণের তথ্য স্মার্ট কালেক্ট অ্যাপ ব্যবহার করে বা বন অধিদপ্তরের নিকট মৌখিকভাবে রিপোর্ট করবেন।

১৬.৩ স্মার্ট কালেক্ট ডাটা ব্যবস্থাপনা

১৬.৩.১ স্মার্ট ডাটা ব্যবস্থাপনার জন্য সেকশন-১৬.৬-এ উল্লিখিত ছক যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১৬.৩.২ প্রত্যেক দিন স্মার্ট ডাটা ম্যানেজারগণ স্মার্ট ড্যাশবোর্ড চেক করবেন এবং স্মার্ট কালেক্ট অ্যাপ্লিকেশনে রেকর্ডকৃত ডাটাসমূহ দেখবেন। বিশেষ কোনো পর্যবেক্ষণ পাওয়া গেলে তা সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন এবং তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী পদক্ষেপ নিবেন।

১৬.৩.৩ স্মার্ট ডাটা ম্যানেজারগণ প্রত্যেক সপ্তাহের বৃহস্পতিবার স্মার্ট কালেক্ট ডাটার প্রতিবেদন তৈরি করবেন এবং তা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট পেশ করবেন। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন। স্মার্ট ডাটা ম্যানেজারগণ স্মার্ট কালেক্ট ডাটার মাসিক প্রতিবেদনও তৈরি করবেন।

১৬.৩.৪ স্মার্ট ডাটা ম্যানেজার স্মার্ট কালেক্ট ডাটা বিশ্লেষণ করে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক প্রতিবেদন তৈরি করবেন এবং তা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট পেশ করবেন। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন।

১৬.৩.৫ স্মার্ট ডাটা এনালিস্ট প্রাপ্ত স্মার্ট ডাটাসমূহ স্মার্ট কানেক্ট সার্ভারে আপলোড করবেন।

১৬.৩.৬ স্মার্ট কোঅর্ডিনেটর মাসিক প্রতিবেদন তৈরির সময় স্মার্ট কানেক্ট ড্যাশবোর্ড চেক করবেন এবং স্মার্ট কালেক্ট ডাটার উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করবেন; মতামতসহ সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটি স্মার্ট টহলের মাসিক প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করবেন এবং স্মার্ট টহল সমন্বয় কমিটির নিকট রিভিউয়ের জন্য প্রেরণ করবেন।

১৬.৪ প্রশিক্ষণ

বন অধিদপ্তর, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায়, সুন্দরবন-সংলগ্ন ভিসিএফ এলাকা থেকে নির্বাচিত স্মার্ট কালেক্ট ফোকাল পার্সন এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদেরকে স্মার্ট কালেক্ট অ্যাপ ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ ও মেন্টরিং প্রদান করবে।

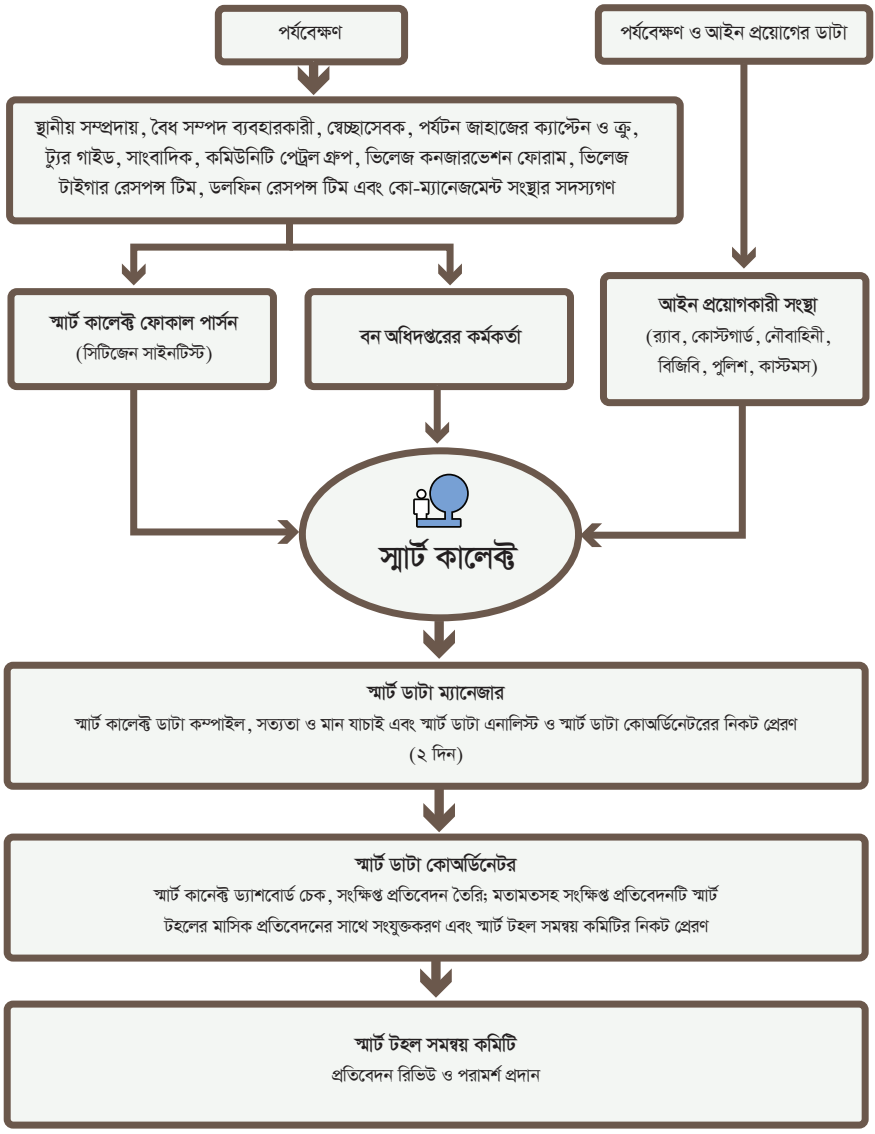
১৬.৫ শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম

প্রত্যেক মাসে বন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট স্টেশনের অধিক্ষেত্রাধীন ভিসিএফ এলাকায় জনগণের সাথে উঠান-বৈঠক করবেন এবং বাঘ ও সুন্দরবন সংরক্ষণে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করবেন। সাব-সেকশন ১৬.১.১ এবং ১৬.১.৩-এ বর্ণিত বিষয়ে তথ্য প্রদানে উদ্বুদ্ধ করবেন। তাদের মাঝে বন, বন্যপ্রাণী ও মৎস্যসম্পদ বিষয়ক বিধি-নিষেধের উপর বক্তব্য রাখবেন, প্যামফ্লেট, স্টিকার, পোস্টার, বুকলেট ও লিফলেট বিতরণ করবেন। প্রত্যেকটি মিটিং-এর তথ্য স্মার্ট কালেক্ট অ্যাপ-এ রেকর্ড করবেন অথবা রিমস্ ইউনিট-এ স্মার্ট ডাটা এনালিস্ট-এর নিকট রিপোর্ট করবেন। স্মার্ট ডাটা এনালিস্ট এসব তথ্য এন্ট্রি দিবেন এবং স্মার্ট কানেক্ট সার্ভারে আপলোড করবেন।



লোনাপানির কুমির (Saltwater crocodile)

১৬.৬ স্মার্ট কালেক্ট ডাটা সংগ্রহ, প্রতিবেদন তৈরি ও ব্যবস্থাপনার ছক



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়
রিমস্ ইউনিট, বন অধিদপ্তর,
বন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

স্মারক নং-২২.০১.০০০০.০১৩.০৮.১৯৯.২৪.৩৮৪ তারিখ: ০২-০৯-২০২৪খ্রি.

বিষয়: সুন্দরবনের জন্য সংশোধিত স্মার্ট টহল পরিচালনা পদ্ধতি (SMART SOP) বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, সুন্দরবনের জন্য সংশোধিত স্মার্ট টহল পরিচালনা পদ্ধতিটি (SMART SOP) প্রধান বন সংরক্ষক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত ডকুমেন্টের একটি কপি আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০২/৯/২০২৪
(মোঃ জহির ইকবাল)
উপ বন সংরক্ষক
০২-০৯-২০২৪

প্রাপক:
১। বন সংরক্ষক, খুলনা অঞ্চল।
২। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ/সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগ।
৩। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, খুলনা।

অনুলিপি অবগতির জন্য নিম্ন মহলে প্রেরিত হলো।
১। উপপ্রধান বন সংরক্ষক, বন ব্যবস্থাপনা উইং, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।



স্মার্ট টহল পরিচালনা

সুন্দরবনের মানচিত্র

